

চান্দবী বারমাস ও চিএরেখা বারমাস



রাজমাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ
উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট
রাজমাটি



কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখে মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Agrakirti Bhante

চান্দবী বারমাস
ও
চিহ্নরেখা বারমাস



রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ
উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট
রাঙামাটি ।

প্রকাশক

পরিচালক

উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট
রাজামাটি ।

প্রথম প্রকাশ

জানুয়ারী- ২০০৩ ইং, রাজামাটি ।

কম্পিউটার কম্পোজ ও মুদ্রণ

ছড়াথুম পাবলিশার্স
বনরূপা, রাজামাটি ।

প্রচ্ছদ

সৌমিত্র চাকমা

মূল্য : ৬০/-

ষাট টাকা ।

CHANDOBI BAROMAS O CHITROREKHÁ BAROMAS.

Published by:

Director, Tribal Cultural Institute, Rangamati.

1st Edition January 2003. Rangamati.

Price: Taka 60.00 only.

বাণী

চাক্‌মা সমাজের মধ্যে দুটি জনপ্রিয় কাব্য হলো চান্দবী বারমাস এবং চিত্ররেখা বারমাস প্রায় শতবর্ষ পূর্বে চাক্‌মা বর্ণে বাংলা ভাষায় এ দুটি বারমাস রচিত হয়েছিল। বিখ্যাত চাক্‌মা কবি ধর্মধন চাক্‌মা চান্দবী বারমাস রচনা করেন। চাক্‌মা সমাজে তিনি ধর্মধন পণ্ডিত নামেই অধিক খ্যাত আর চিত্ররেখা বারমাস -এর রচয়িতা হলেন পুষ্পমনি। চান্দবী বারমাসে শতবর্ষ পূর্বেকার চান্দবী নামক একজন সুন্দরী রমণীর সৌন্দর্য, প্রেম ও সুখ-দুঃখের কাহিনী রয়েছে। এতে তৎকালীন সমাজের রীতিনীতি, বিচার-আচার ইত্যাদিসহ পাহাড়ী নদী বরকল ও ঠেগা নদীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও নৈসর্গিক পরিবেশের কথাও পাওয়া যায় যা এ বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু পাঠক ও শ্রোতাদের মনে কৌতুহলের উদ্রেক এবং আগ্রহের সৃষ্টি করে। চিত্ররেখা বারমাসের বেলায়ও একই ধরনের কথা বলা যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে চান্দবী বারমাস এবং চিত্ররেখা বারমাসের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। তবে ব্যক্তি পরম্পরা ভাবে চাক্‌মা বর্ণে হস্তলিখিত এ সব কাব্য এখন শুধু দর্লভই নয় প্রায় বিলুপ্ত হওয়ার অবস্থায় উপনীত হয়েছে। এমতাবস্থায়, সৌভাগ্যবশতঃ আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহে চান্দবী বারমাসের হস্তলিখিত একটি দুর্লভ কপি এবং চিত্ররেখা বারমাসের একটি দুর্লভ কপি থাকায় আমার আগ্রহে জনাব সুগত চাক্‌মা সেগুলি চাক্‌মা বর্ণ থেকে বাংলা বর্ণে বর্ণান্তকরণ করেন। এতে আগ্রহী পাঠকদের পড়তে সুবিধা হবে। এখন এই কাব্য দুটি ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি ব্যক্তিগত ভাবে আনন্দিত। সবশেষে আমি চান্দবী বারমাস ও চিত্ররেখা বারমাস বইটির সাফল্য ও বহুল প্রচার কামনা করি।



(মনি স্বপন দেওয়ান)

উপমন্ত্রী

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নিবেদন

প্রায় শতবর্ষ পূর্বে চাকমা সমাজের বিশিষ্ট কবি ধর্মধন কর্তৃক রচিত চান্দবী বারমাস এবং এর সমসাময়িক অথবা কিঞ্চিৎতাধিক পরে ১৩১০ সনে (১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে) পুষ্পমনি কর্তৃক রচিত চিত্ররেখা বারমাস অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। প্রথমটিতে চান্দবী নামক জনৈক সুন্দরী রমণীর এবং দ্বিতীয়টিতে চিত্ররেখা নামক অপর এক সুন্দরী রমণীর সৌন্দর্য, প্রেম, ব্যর্থতার কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। চাকমা বর্ণে বাংলা ভাষায় লিখিত এগুলির মূল পান্ডুলিপিগুলি এখন পাওয়ার আর তেমন কোন সুযোগ নেই। এমনকি এগুলির অনুলিপিগুলিও কালের করাল গ্রাসে পড়ে বিলুপ্ত হওয়ার অবস্থায় উপনীত হয়েছে।

সৌভাগ্যবশতঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব মনি স্বপন দেওয়ানের সংগ্রহে এ দুটি বারমাসীর একটি দুর্লভ পান্ডুলিপি সংগৃহীত রয়েছে। ঐ মূল্যবান পান্ডুলিপিটি হরিণের চামড়া থেকে প্রস্তুতকৃত মলাট দিয়ে মোড়ানো ছিল। তিনি সর্ব সাধারণের পাঠের সুবিধার্থে সেটি চাকমা লিপি থেকে বাংলা লিপিতে রূপান্তরের জন্য আমাকে প্রদান করেন। তাঁর সেই সদয় নির্দেশ ও আগ্রহের ফলে চান্দবী বারমাস ও চিত্ররেখা বারমাস বাংলা লিপিতে বর্ণান্তকরণ করে প্রকাশ করার সৌভাগ্য হয়েছে। এ জন্যে সবিনয়ে মাননীয় উপমন্ত্রী মহোদয়কে অজস্র ধন্যবাদ জানাই।

চান্দবী বারমাস বর্ণান্তকরণের সময় এর আরো কয়েকটি অনুলিপি দেখার সৌভাগ্য আমার হয়। এর একটি ছিল এককালের মুগছড়ি (বন্দুকভাঙ্গা) -বাসী স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র চাকমার (ফালিপুন)। তাঁর পান্ডুলিপিটির অনুলিপিকরণের কাল '১২৯৮ মগি' (১৯৩৬ খ্রিঃ) ছিল। দ্বিতীয়টির সংগ্রাহক আমার বাবা জনাব দেবব্রত চাকমা (প্রাক্তন থানা কৃষি অফিসার) ১৯৬০ এর দিকে কাউখালী থেকে সংগ্রহ করেন। সম্প্রতি জনাব সুসময় চাকমা দীঘিনালা থেকে একটি এবং জনাব মৃত্তিকা চাকমা বরকল উপজেলার ভূষণছড়া থেকে আরো একটি সংগ্রহ করে আমাকে দিয়ে এ কাজে সহযোগিতা করেন। এ জন্যে তাদেরও ধন্যবাদ প্রাপ্য।

মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব মনি স্বপন দেওয়ান এ গ্রন্থটির জন্য তাঁর যে বাণী দিয়েছেন তাতে গ্রন্থটির গুরুত্ব বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। তজ্জন্য মাননীয় উপমন্ত্রী মহোদয়কে আবারো কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সেই সাথে এই গ্রন্থটি রাজ্যমাটিছ উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট থেকে প্রকাশের সদয় অনুমোদন দানের জন্য রাজ্যমাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. মানিক শাল দেওয়ানকে অজস্র ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে বর্ণান্তকরণ একটি অত্যন্ত জটিল ও শ্রমসাধ্য কাজ। তাই আমার অজ্ঞাতে এতে কোন ভুলত্রুটি থাকলে আশাকরি সেগুলি পাঠক সাধারণ নিজ গুণে ক্ষমা করবেন। সবশেষে আশা রইল, এ গ্রন্থটি যদি পাঠক সাধারণের কাছে গৃহীত হয় তবে এর প্রকাশের উদ্দেশ্য সফল সার্থক হবে।

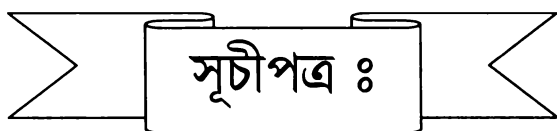


(সুগত চাকমা)

পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)

উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট

রাজ্যমাটি।



১। চান্দবী বারমাস

৫১ - ৫৫

২। চিত্ররেখা বারমাস

৫৬ - ৯৬

চান্দবী বারমাস
ধর্মধন

চান্দবী বারমাস

।। সুলুক ।।

নমং কৃষ্ণনং গুপি সবে বল্লভং ।
কারণং । কমলানং । পতি ভক্ত বাঞ্চা পুনঃপুন ।।
ত্রি-ই অংশে জরমে নং । কন্দেত্তং । পায়েনং ।
(জিলবাত্তেং । পাবি সর্ব শাস্ত্র) । মা স্বরস্বতি ।

।। পয়ার ।।

নম নম বন্দম মুই প্রভু নারায়ণ ।
যাআর কারণে সৃষ্টি এই তিন ভুবন ।।
স্বর্গ মর্ত পাতাল জান এই তিন পুরি ।
তাআরে বন্দম মুই নমস্কার করি ।।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিন জন ।
তাহারে বন্দম মুই ধরিয়া চরণ ।।
আদ্য শক্তি মহামায়া বন্দি এগামনে ।।
যদেক দেবতা বন্দম ধরিয়া চরণে ।।
গংগার চরণে বন্দম শিবের ঘরনি ।
সহস্র প্রণাম করম লুটায় ধরণি ।।
সত্য লাগি প্রতিম্বিতে থাকে চারি যুগ ।
সংসার নরক উন্নে উদারিত্তে লুক ।।
তাহারি উদ্দেশে মুর' সহস্র প্রণাম ।
যাহারি কৃপায় পায় মূর্খ লুক দাম ।।
বন্দম যে স্বরস্বতি জগত্ত জননি ।
অবিরদে কন্দে বসি যগাইব্যা আপনি ।।
বৈস মাতা স্বরস্বতি কঙ্কের উপর ।
বারমাসে যগাই দিব্যা অক্ষরে অক্ষর ।।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ বন্দম ভমিত গরেহ পড়ি ।
আর পত্তনি বন্দম মুই সিতা থাঙুরানি ।।

উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম বন্দি এগামনে ।
 সাত বার বন্দিলাম সবার চরণে ।।
 চন্দ্র সূর্য বন্দম মুই করি নমস্কার ।
 দিবারাত্রি ভেদ জান যাহার অধিকার ।।
 সুরাসুর বন্দম মুই ভক্তি করি মন ।
 বাররাশি নবগ্রহ করিলুম সাধন ।।
 তির্থ সব বন্দম মুই গয়া বারাণসি ।
 অগিনি কুন্ড বন্দম মুই আর বন্দম কাশি ।।
 কদেঙ্ক বন্দিতে পারি তির্থ যে আছয় ।
 লেগিতে বিস্তর হয় পুস্তগেতে কয় ।।
 অশ্বথ বৃক্ষ বন্দম মুই আর তালগাছ ।
 জলমধ্যে বন্দম মুই বড় বড় মাছ ।।
 নদানদি বন্দম মুই সাগর গম্ভির ।
 জলমধ্যে বন্দম মুই হাংগর কুস্তির ।।
 তায়ন সকলইধু সহস্র প্রণাম ।
 জ্ঞানি ধ্যানি পদে মুই জানাইলুম সালাম ।।
 অঝা গুরু মাতা বাপ করি নমস্কার ।
 যাহার সাথে দেগি সকল সংসার ।।
 অন্ধজন' চক্কু গুরু বেদে শাস্ত্রে কয় ।
 গুরুর লাগিয়া প্রভু বৈদেশেতে রয় ।।
 ওহার উদ্দেশে মুর' সহস্র প্রণাম ।
 যাহার কৃপায়ে পাই সহস্র সালাম ।।
 যেতকুর পিতা আদি ভাই গুরুজন ।
 তাহারে বন্দম মুই ধরিয়া চরণ ।।
 চারি বেদ সত্য শাস্ত্র বন্দিলুম হরি ।
 [আখনে কহিব আমি অশেজ বিচারি]
 কিবা ছ-দ কিবা বড় প্রণাম করিয়া ।
 কহিব চান্দবী কথা শাস্ত্র বিচারিয়া ।।
 সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি যুগ চার ।
 তাহারে বন্দম মুই মাগি বড়ি (তার) ।।

।। সুলুক ।।

সত্যং ত্রেতা দ্বাপরং । কলিযুগং ।
এই চারি তাথা । কলি যুগে জরমে নামং ।
চান্দবী মানবি কুলেনং । জাতং রূপং
গুণং তিনং কুলং তুলনা দিবার
নাহিক যত ত্রিভুবনং ব্যাপিতং ।
রূপং কয়েশী ধর্মধন পন্ডিতং ।
নমঃ নমঃ ।।

।। পয়ার ।।

সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি যুগ আর ।
কলি যুগে জরমে চান্দ ভুবন মাঝার ।।
রূপে গুনে তিন কুলে কেঅ নাহি আর ।
তুলনা দিবার তার কিছু নাহি আর ।।
শুন ওরে লুক একা মন করি ।
চান্দবী উৎপন্ন কধা গুন কন্ন ভরি ।।
প্রভমে কহিব আমি পয়ারের ছন্দে ।
কুনমতে তার মাতাই ধরিলেক গর্ভে ।।
দিতিয়ে কহিব আমি লাচারি উপাখ্যান
কিমতে কান্দিল সেই সব কারণ ।।
তৃত্তিয়ে কহিব আমি রূপ গুন তার ।
চতুশ্বে কহিয়া দিম মুই সাজন তাহার ।
পঞ্চমে কহিয়া দিম মুই তার বারমাস ।
যে মতে গাভুরের পুরায় মন আশ ।।
এই পন্জ কধা (আমি) কহিব এগন ।
একামন হইয়া (লুক) গুন সর্ব জন ।।
অতঃ জর্ম মাসের কথা ।

।। চান্দবীর জন্ম কথা ।।

যখনে অইল চান্দ গরভেতে উৎপত্তি ।
কনমতে করিলেক গরভেতে বসত্তি ।।
কি খাইয়া রইলেক গরভের ভিদরে ।
এগে এগে সব কথা শুন নরলুকে ।।
চারি নালে কাইয়া বিষ ভুক্ষ্যন করে বায়ু ।
মায়ের নিচ্চাচে বারে আপনার আয়ু ।।
সমে দারা মংগলে নাভি বুধে পদায় বুক্ ।
ব্রিহ্‌পতি বারে পুরিলেক চান্দবীর মুক্ ।।
শুক্র বারে স্রিজিলেন তার দুই নয়ন ।
যাইত্তে চাইত্তে দিল (দুৰ্দ্ধ) এই তিন ভুবন ।।
শনিবারে কল্প পদায় রবিবারে মাধা ।
দিন' কথা শেষ ঐল্য শুন মাসের কথা ।।
এগ মাঘে কাল চান্দ এগ বিন্দু পানি ।
দুই মাসে কালে চান্দ পরজিয়ে জানাজানি ।।
তিন মাসে কালে চান্দ অয়ে রক্ত দলা ।
চারি মাসে কালে চান্দ হার মাংস জরা ।।
পন্জ মাসে কালে চান্দ পন্জ ফুল ফুদে ।
ছয় মাসে কালে চান্দ উল্লাদে পুল্লাদে ।।
সাদ মাসে কালে চান্দ সপ্ত শরিল্ হয় ।
আন্ত্য মাসে কালে চান্দ অষ্ট (মুআময়) ।
নয় মাঘে কালে চান্দ পুগা মারি চায় ।।
দশ মাস দশ দিন পুরাইয়া দুনিয়াত পদায় ।।

।। তৃতীয় সুলুক ।।

মাতৃ উদরে নং গর্ভ বালিকং বালিকা জাত ।
ত্রি ধর্ম পালনং (সত্ মাত্রি সয়ানং জত্ ।
ত্রি ধর্ম পালনং) সত্যং কয়ে শ্রী ধর্মধন
[পন্ডিতং । নম (২) ।]

গর্ভের যাতনা দুষ্ক সহন না যায় ।
ত্রি ধর্ম পালন লাগি সহিয়াছে মায় ।।
কন্দক ফুদিলে পায়ে কি করে পরানে ।
ত্রি ধর্ম পালনা লাগি সহিয়াছে মায়ে ।।
যখনে অইল চন্দি ভূমিতে শয়ন ।
পুষ্প বৃষ্টি করিলেন্ন যত দেবগণ ।।
জ্ঞাতি বন্ধু ভ্রাতীগণে সাধু সাধু বলে ।
কি নাম রাখিব আমি মায়ে বাভে বলে ।।
ফলবিচি চুম্ব দিয়া বলে ধির্ বদন ।
ভাগ্য উন্নে আসিয়াছে ঘরেতে ব্রাহ্মণ
হ্রষিতে দুই জনে কল্ল্য নিবেদন ।
কি নাম রাখিব আমি বলগৈ ব্রাহ্মণ ।।
ব্রাহ্মণ সগল মিলি কয় হাসি হাসি ।
ঝালা উন্নে বাহির কল্ল্য তখন যে পানজি ।।
পন্ডিত ব্রাহ্মণ গণে গনাইয়া চায় ।
চান্দবী বলিয়া নাম রাখিলেন্ন তায় ।।
ভালা নাম বুলিয়াছে বুলিল সগলে ।
নানান রত্তন আনিয়া যে দিল ব্রাহ্মণরে ।।
নানান ধন দিয়া যদি তুসিল ব্রাহ্মণ ।
আনন্দে চলিয়া যায় জ্ঞাতি বন্ধুগণ ।।
ইহার হন্তে চান্দবী নাম বলে সর্বজন ।
কুন জাত অইবেক বলগো ব্রাহ্মণ ।।

।। অতঃ চান্দবী জাত কথা ।।

হস্তিনি পদ্মিনি চিত্রানি শঙ্খিনি নিচ্ছিয় ।
পদ্মিনি বলিয়া জান শাস্ত্রেতে হেন কয় ।।
এই চারি জাত নারি ভুবন মাঝার ।
এগে এগে কহি শুন যার যে বেভহার ।।
পদ্মিনি নারি জান (ভাল তার মতি) ।
চান্দবী সুন্দরী হয় পদ্মিনির জাতি ।।
সতি পতি ব্রত সদাই ধর্ম পরায়ণ ।
পদ্ম গন্ধ বয়ে গায়ে হরিণি নয়ন ।।
কোকিলার সম স্বর অন্তি মধুময় ।
সদা হাস্য বদন তার পদ্মিনি যে অয় ।।
মস্তকের মাঝে জান বউত কেশ হয় ।
কৃষ্ণ বনু কেশ তার জানিবা নিচ্ছয় ।।
চান্দবী পদ্মিনি জাত বলে সর্ব জন ।
অয়নে নয়নে বুঝি চাট্টে যত জ্ঞানি গণ ।।
চিত্রানি নারির জান কই বিবরণ ।
সুন্দর কমল তার এই মত লক্ষণ ।।
সত্য বিনে মিথ্যাচার কদা নাহি কন ।
মাতা পিতা গুরু সেবা করে অনুক্ষণ ।।
পতি বিনে অন্য জনে নাই তার গতি ।
চিত্রানি নারির জান এই তার মতি ।।
শঙ্খিনি নারির জান এই যে আচার ।
তাহার লক্ষণ কথা শুন সমাচার ।।
অতি উচ্চ হাস্য করে এই নারি জাতি ।
হাস্যে মাতে ঘন ঘন এই তার মতি ।।
পরম সুন্দর এই নারি জাতি অয় ।
মদন বানেন্তে তার () ।।
তেজিয়া আপন পতি অপরের সনে ।
রতি বাঞ্চা করে সদাই পুলকিত মনে ।।

হস্তিনি নারি জান (পত্য গ্রাসে খায়) ।
 যতনে আনিলে ধন মূহুর্তে হারায় ॥
 মৎস্য গন্ধ বয়ে গায়ে অতিব শরিলে ।
 অল্প মাত্র কেশ তার মস্তগ উবরে ॥
 পুরুষে পাইলে যেন সুখের উদয় ।
 হস্তিনি নারি জান সর্ব লোকে কয় ॥
 পদ্মিনি জাত হয়ে চান্দবী সুন্দরি ।
 এ হিত লক্ষণ তার মুন কনু ভরি ॥
 এই মতে চান্দবীর জনম অইল ।
 পুন্নিমার চন্দ্র যেন বাড়িতে লাগিল ॥
 এক দুই তিন দিন ।
 এই মতে ক্রমে ক্রমে কেইয়া যাইয়ে বাড়ি ॥
 কেয়া উন্দের ছায়া হৈল্য রূপে প্রতিমা ।
 সৃজিলেক মহাপ্রভু রংগে রংগিমা ॥
 এগ মাস ত্রিশ দিনে সর্ব লুগে কয় ।
 এই মতে বার মাস বচ্ছর পুরয় ॥
 তিন শশ (পাচত্তি) দিনে বচ্ছর পুরণ ।
 এই মতে এক বচ্ছর অইল তগন ।
 দুই বচ্ছর হৈল্য চান্দ মায়ের কোলে বসি ।
 নানান রংগিমা করের হয় মনে খুশি ॥
 দুধি দুধ খায়া তার বাড়িলেক কায়া ।
 যত রূপ দেখে তার তত বাড়ে মায়া ॥
 তিন বর্ষ পালিলেক বহুত যতন করি ।
 দুক্ক সুক্ক নাহি তার অন্তরেতে খুশি ॥
 এই মতে চারি বচ্ছর অইল পুরণ ।
 ধুলা খেলা খেলে চান্দ সদাই রংগ মন ॥
 পঞ্চ বচ্ছরের কথা শুন সর্ব লোক ।
 নসিবে লিগিল তার বিধাতা বিমুখ ॥
 তার বাভা মরি গেল পঞ্চ বর্ষ কালে ।
 চান্দবী রোদন করের অতি উচ্চস্বরে ॥

।। লাচারি ।।

।। দির্ব্ব ধনের মৃত্যুতে বিলাপ ।।

আহায় বিধি অবরাধ বুদ্ধে মাল্য বজ্রাঘাত
আচক্ষিতে বাভ গেল মরি ।
ভূমিতে লুটায় কান্দে চিকুর নাহিক বান্দে
বাভ' শোকে হৈল্য অচেতন ।
ভাই বন্ধু সবে কান্দে চিকুর নাহি কেহ বান্দে
ভূমিতে লুটায় ধরগি ।
যে মুরে করিব দয়া তেয়া গেল নিঠুর হইয়া
কুন মতে থাকিম মুই সে ঘরে ।
চারি বৎসর পাইলুম সুখ পন্জ বচ্ছর কালে দুখ
বিধাতায় করিল নিরাশ ।
বাভ শোকে হয় দুক্কি কান্দের চান্দ অধ মুগি
মুরিমুই যে সাগরে ঝাম্ব দিয়া ।।
মুর বাভ গেল মরি কনে দিব অনু পানি
বিষ পানে মরিম মুই নিচ্ছয় ।
ফলবিজি বলে ঝি কি কল্য বিধি না বুঝি
জিয়নেতে হইয়াছি মরা ।
কাজলং সুবলং বেড়েই চাইলুম তুমার মত নাহি পাইলুম
উ-ঠ স্বামি মধু কর পান ।
হায় হায় কি অইল প্রাণপতি কোথায় গেল
করাঘাত করে বক্ষতলে ।
বল ওরে প্রাণপতি কি হবে আমার গতি
এই দশা আমার অইল ।
এস নাথ দেখি মুখ দুই চোঙ্কুয়া মনের দুখ
এস পতি জুরগৈ জীবন ।
এই অবলার গতি কি হবে আমার গতি
(ভব) সিন্ধু মাঝারেতে পতন ।

তেজি পুত্র বন্ধুগণে ছাড়িল আত্মিয় গণে
 কোথায় নাথ করিলে গমন ।
 এন মতে ফলবিজি আকুল হৈল অতি
 মৃতপতি কোলেতে তুলিল ।
 শোকে অয়ে অচেতন বল ওরে প্রাণধন
 মোর পানে চাও একবার ।
 আমারে ছাড়িয়া তুমি কোথায় গেলা কগৈ স্বামি
 একি বার এখনই তোমার ।
 উঠ নাথ হাস্যাননে দেখ দাসির পানে
 কগৈ কধা ও প্রাণ নাথ ।
 আমি যে অবলা নারী তব শোকে পাগলিনি
 কোথায় যাবে আমারে ছাড়িয়া ।
 আমি তোর প্রেম ধনি করিলে মোরে অনাথিনি
 এবে কেনে চলি গেলা তুমি ।
 তুমি নাথ চলি গেলে আমার কি অইবে
 অন্য ঘরে কেমনে রইব ।
 মায়ে ঝিয়ে দুই জনে কান্দিয়া বিকুল মনে
 পূর্ব কধা সুরিয়া মনেতে ।
 অকালে মরিল বাপ মনে পাই বর তাপ
 নিচ্ছয় মরিম মুই পিতার লাগি ।
 হায় হায়রে দারুণ বিধি অন্ধ জগত দিয়ে নিদি
 চুন্ধ মেলি দেগিঙে না পাই মুই ।
 ঘরে না রহিব আর না দেগিম মুই পুনচ্চবার
 চন্দ্র মুন্ধ ধরিয়া কি চাই মুই ।
 পড়িয়া ভিষণ কান্দে বিনিয়ে বিনিয়ে কান্দে
 ধারা বয়ে দুই আংগির জল ।
 চিঙে মনে দিয়া ক্ষেমা যাহা লেগিয়াছে বরক্ষা
 কর্ম লেগা বুঝিলে যে পায় ।
 যুদি থাকে ভাগ্য লেগা পুনচ্চবার পাইমু দেগা
 কান্দিলে কি কেবা কায়ে পায় । ।

।। द्विपदि ।।

করিয়া যুক্তি বন্ধুর সংগতি
কি কর্ম করিম মুই এখন ।
বল ভ্রাতীগণ কি করি এখন
বলিল বিনয় করি ।।
বিপদ সাগরে রক্ষা কর মুরে
দেগৈ মরে কিছু ধন ।
শুনিয়া বচন আনিল তখন
কুড়ি তাগা হাতে দিল ।।
ভাবিয়া তখন নিরানন্দ মন
আগ' তাগা ফিরাইয়া দিল ।
তাগা লয়া যদি গেল দ্রুত গতি
কহিল সব মায়েরে ।
বাজারেণ্ডে গিয়া কাবর কিন্দিয়া
ঘরেণ্ডে আনিল তখন ।।
বিধি মতে করি লৈল কঙ্কে করি
পুড়িয়া সৎকার কল্যা ।
মংগল বিধানে সেই সাত দিনে
রাউলি ডাকিয়া আনিল ।।
পুরবাসিগণ করাইল ভুজন
শিশু যুবা বৃদ্ধ আদি ।
এগত্রে বসিয়া সগল মিলিয়া
ভুজন করিল সবে ।।
তামুল খাইয়া হ্রষিত হইয়া
ঘরে গেল যার যেই ।
বুঝাইল তগন তার ভ্রাতীগণ
নানান্দ আর চান্দবী ।।
ভ্রাতি কধা শুনি মনে মনে গণি
দুখ পাসরিমুই আমি ।

ব্রহ্মার সৃজন বেদের লিখন
 কে করে মারিতে পারে ।
 এই কথা শুনি রহিল চান্দবি
 শোক নাহি করে মনে ।।
 ত্রিপদীর ছন্দে কহিলুম ব্রিত্তান্ত
 শুন লুগ এগ চিন্তে ।
 হৃদয়ে ভাবিয়া শাস্ত্র বিচারিয়া
 কয়ে শ্রী ধর্মধন পন্ডিতে ।।

।। পয়ার ।।

এই মতে চান্দবি যদি দুখ পাসরিল ।
 এই মতে পঞ্চ বচ্ছর তবে গঙাইল ।।
 ছয় বচ্ছর সাত বচ্ছর আট পুরা হল ।
 এই মতে আনন্দেতে ঘরেতে আছিল ।।
 যত যত কায়া বারে তত বাড়ে রূপ ।
 দুই তন দেগিলে তার তত করে লুপ্ ।।
 উত্তম ডালিম্ব জিনি দুই তার তন্ ।
 ধরিয়া গাভুরে তারে পুরাইল মন ।।
 কদেঙ্ক কইন্তে পারি বচ্ছর কখন ।
 বার বচ্ছর হইলেক শুন সর্বজন ।।
 সেই বার বচ্ছর যদি বিজু (উপনিত) ।
 আঞ্জল আনিয়া বুকে বান্দিল তরিত ।।
 নক্ষত্র চন্দ্র যেন মেঘে লুগাইল ।
 সেই মতে দুই তন্ আঞ্জলে ধাগিল ।।
 কলসি লইয়া চান্দ চলিলেক ঘাণ্ডে ।
 ইষ্টমিত্র বন্ধু তার কেহই নাহি সাথে ।।
 সিনান করিবারে যদি লামিলেক জলে ।
 দৈব যোগে সেই ঘাণ্ডে মিলিল নুয়ারামে ।।

।। চান্দবী ও নুয়ারামের প্রতি আরাধ ।।

একাকি আসিলে ঘাণে শুন চন্দ্রমুখি ।
এগ দুই তিন কধা তুমারে জিগ্যাসি ।।
কুন কধা কহিবা যে কগৈ প্রাণনাথ ।
মিনতি করিয়া বুলিম তুমার সাক্ষাত ।।
হাস্যমুখে কধা কয়ে শুন সুবদনি ।
কিছু দান দিয়া ঘরে যাইবা আপনি ।।
তুমা রূপ দেখি মুই পড়ি গেলুং ভুলে ।
কিছু দান দিয়া ঘরে যাইবা (সত্বরে) ।।
নুয়ারামে কইল যদি এ সব বচন ।
লাজে হেত মাধা করে চান্দবী তখন ।।
কৃষ্ণ বন মুখ যদি দেখিল তখন ।
হাদেতে ধরিয়া তারে বলিল বচন ।।
মন থির কর (দানি) যবন্ কর দান ।
তুমা রূপ দেখি মুই ব্যাকুলিত প্রাণ ।।
অবরূপ দেখি তুর সর্বাংগ সুন্দর ।
নিত্য নিত্য কৃষ্ণ সুগে দহয়ে অন্তর ।।
তুমার ভাবে প্রেম করি কলংগে ডুবিলুম মুই
তুমার ভাবে হেথায় আইলুম এই ঘাণে চলি ।।
তুমি যদি দয়া কর সুগে নাই মর সিমা ।
তুমি যদি প্রাণ বধ তুমার মহিমা ।।
এগা মনে এগা চিন্তে যেবা যারে চায় ।
অবশ্য নিরঞ্জে তাহারে মিলায় ।।
মন বাঞ্চা মন পুরে প্রাণি বাঞ্চা হিয়া ।
মনে কয়দে মরি যেদুং যুবন তরে দিয়া ।।
প্রাণই রাখ প্রাণই রাখ প্রাণই রাখ তর ।
চুরি করি কারি নিলে অন্ধেক প্রাণই মর ।।
দাধ মাঝে মিচ্ছিরি দিয়া আর খায়ে পান ।
হাঝি হাঝি কগৈ কথা জুরগৈ পরাণ ।।
নুয়ারাম কহিল যদি এই সব ভারতি ।

কিঞ্চিত মাত্র হাসিল তবে সুন্দর চান্দবী ।।
 হাব্বি হাব্বি কহিলেক শুনগৈ নাগর ।
 এই কথা শুনিলে লুগে কি দিবে উত্তর ।।
 যদ্যপি শুনয়ে লুগে কথার প্রসঙ্গ ।
 ত্রিভুবন মধ্যে মর রহিব কলংগ ।।
 নুয়ারামে কইল তবে সুনগৈ সুন্দরি ।
 ত্রেতা যুগ কথা কহি শুন চন্দ্রমুখি ।।
 সূর্য বংশে রাজা ছিল দশরথ নাম ।
 চারি পুত্র ছিল জেতু পুত্র রাম ।।
 মধ্যম ভরত ছিল অনুজ লক্ষ্মণ ।
 কনিষ্ঠ আছিল তার নাম শত্রুঘ্ন ।।
 পিতৃ সত্য পালিবারে রাম গেল বন ।
 সংগেতে জানকি আর অনুজ লক্ষ্মণ ।।
 জংগল কাননে বহুত ভ্রমে তিন জন ।
 দৈব যোগে গেল রাম পঞ্চবতি বন ।।
 রাবণার ভগ্নিনি ছিল শূপর্ন খা নামে ।
 নাক কান কাটে তার অনুজ লক্ষ্মণে ।।
 সেই ক্রোধে দশাননে সিতারে হরিল ।।
 অশোক কাননে নিয়া সিতারে রাখিল ।।
 বিভীষণ পত্নিনি ছিল সরমা সুন্দরি ।
 মধুর বচনে তারে বুঝাইল শ্বেরি ।।
 না কানদ না কানদ সিতা না কর ক্রন্দন ।
 অচিরে হইবে লক্ষ্মী দুষ্ক বিমুচন ।।
 বহুত বান্দর লইয়া কল্য বহুত রণ
 সবংশে মারিল রাম লংগার রাবণ ।
 সিতা উদ্ধারিয়া রাম আসিলেক ঘরে ।
 সিতা কলংগিনি বুলি দুষিবেক নরে ।।
 তারে নিয়া রাখিলেক দুষ্ট লঙ্কেশ্বরে ।
 অগ্নিনিষ্ঠে পরিক্ষা তার দেখগৈ সকলে ।।
 তবে সে অইব বিছাচ আমার অন্তরে ।

দশরথ রাজা আসি বুঝাইল মুনি ।
 পরিক্ষা নিদেগৈ সিতা রামর রমণি ।।
 কক দিনে জানকিরে দিল বনবাস ।
 অংগেতে আছয়ে তার গর্ভ পঞ্চ মাস ।।
 লব কুশ দুই ভাই সিতার নন্দন ।
 সিতা কলংগিনি বলি ঘুচে ত্রিভুবন ।।
 লক্ষ্মী সিতা কলংগিনি সর্ব লুগে কয় ।
 কি কারণে চন্দ্রমুখি তাতে কর ভয় ।।
 হাতেতে ধরিয়া নিল জংগল মাঝার ।
 হরষিতে দুইজনে ভন্জিল শৃংগার ।।
 অন্তরে হরিষ হৈয়া চান্দবী রহিল ।
 কাক্যেতে করিয়া কুম্ভ ঘরেতে চলিল ।।
 উবুদি জিগ্যাসা করে বিলম্ব দেগিয়া ।
 হেত মাধা করি জুর হাদ হইয়া ।।
 শুন শুন ওরে মাতা করি নিবেদন ।
 যেহেতু বিলম্ব হৈলুম শুনগৈ (কারণ) ।।
 অংগুলে অংগুরি ছিল পথেতে পরিল ।
 চাহিতে অংগুরি মর বিলম্ব অইল ।।
 বান্দাইল ভ্রাতী মাতৃ চান্দবী তখন ।
 নুয়ারাম ভাবনা বিনে অন্য নাহি মন ।।
 হরষিতে রহিয়াছে ঘরেতে বসিয়া ।
 চান্দবীর রূপ কধা শুন মন দিয়া ।।

।। রূপ বন্দনা ।।

হাদত বালা সুন্দর চান্দ খনজনে বাড়ায় পা ।
যবুনবালা সুন্দর চান্দ কুগিলাই কারে রা ।।
কি কহিমু চান্দবীর রূপের কধা স্বরূপ বাখান ।
কোটি কোটি তারা জিনি চান্দের সমান ।।
কিবা লক্ষ্মী স্বরস্বতী কিবা কামবান ।
রূপে তিরস্কার করে শত শত চান ।।
কোকিলার রাউ যেন মনুহর গতি ।
পিঝে পিঝে চলি যায় লক্ষ্মী স্বরস্বতী ।।
যার গঞ্জে মকরনন্দে ত্যজে অলি বৃন্দ ।
ঝাগে ঝাগে চলি যায়ে পায়ে মধু গন্ধ ।।
যুগল উরু রম্ভা তরু চারু দুই হাত ।
মধ্য দেশ এরি কেলেস লজ্জা পায়ে মৃগনাথ ।।
নাভি অঙ্গ জিনি পদ্ম অপূর্ব নির্মাণ ।
কুচ যুগ ভরা বুক বিশ্বের সমান ।।
ভুজ সম ভুজংগম মৃগাল জিনিয়া ।
সুরাসুর মুর্ছাতুর তাহারে দেখিয়া ।।
কটি কাম জিনি দাম বদন পংগচ্ ।
মনুহর তুথাত্ গরুল অগ্রচ্ ।।
নাসিক্কায়ে লজ্জা পায়ে ----- ।
নেত্রদ্বয় শোভা হয় মনি পঙ্কজিনি ।।
পুষ্প চাপ হরেই দাপ ভ্রদ্বয় ভংগিমা ।
বালপ্রাত দিননাত্ত দিতে নারে সিমা ।।
পিত্তবাস করে (আশ) থির সুধামিনি ।
দন্তপাটি করে দুটি মুক্তার গাথুনি ।।
দেব বরে জর্মি চান্দ দেব অবতার ।
কতাক্ষে বক্ষার হরে ধ্যান ভিদিবার ।।
কত শত চন্দ্র জিনি বদন সুন্দর ।
লক্ষ লক্ষ তপ এরে ঋষি মুনি বর ।।
কুরংগ খন্জন জিনি নয়ন যুগল ।

ইন্দ্র বরুণ জিনি অধিক উজল ।।
 হাস্য মুক্কে কধা কয়ে পুরুষের সংগে ।
 মদনে অয়ে সহায় দেগায় অংগে ভংগে ।।
 তিল ফুল জিনি তার নাসিক্যার তান ।
 স্বর্গ মধ্যে নাহি শ্রী তাহার সমান ।।
 অশ্বিনি কুমার জিনি তেয় করে বাখান ।
 ত্রিধিনিযে দেখিলে তারে পায় অপমান ।।
 উত্তম চিকুর ভালে বিচিত্র সাজনি ।
 মস্তকের ঝারে বুধা বান্দিয়াছে টানি ।।
 খন্জন চলনি কিবা মাদংগ চলনি ।
 রাজহংস জিনিয়া যেন সুন্দর কামেনি ।।
 দেব বরে জরমিল চান্দ দেব অবতার ।
 কার শক্তি কইত্তে পারে রূপ গুণ তার ।।
 (ত্রিভুবন মূর্ত্তা যায়ে অপরূপ আশ ।)
 অন্ধকার রাত্রি মধ্যে করয়ে প্রকাশ ।।
 ভুবন মোহন রূপ সর্বাংগ সুন্দর ।
 স্বর্গ ছাড়ি হৈল্য কিবা পুষ্প পঞ্চশর ।।
 কিবা শশি রম্ভা হইল্য কিবা কামবান ।
 রূপে তিরচ্কার করে শত শত চান ।।
 রূপের বন্দনা কধা হইল পুরণ ।
 দান কধা কহি এবে শুন দিয়া মন ।।

।। দান ধরম কথা ।।

কল্প পাতি শুন লুগ এগা মন করি ।
ধর্ম কর্ম করিয়াছে চান্দবী সুন্দরী ।।
অঝা গুরু মা হয় বাপ আর জ্ঞানি লুক ।
সকল ভজনা করের নাহি মনের দুখ ।।
অতিথি সেবনা করে চান্দবী তখন ।
নানান দ্রব্য যত্তন করি করাইল ভুজন ।।
সেবনে ভুজনে যদি গুরু তুষ্ট হয় ।
সেই জনের মনবাঞ্চা পুরায়ে নিচ্ছয় ।।
অল্প বস্ত্র দান করে তাম্বুল সুপারি ।
এই মতে দান করে চান্দবী সুন্দরি ।।
ঘৃতছনি দধি দুধ সব করে দান ।
ত্রিভুবনে না করে দান তাহার সমান ।।
শুন শুন সাধু জন সেই সব কাহিনি ।
চান্দবী সমান দান না করে কামেনি ।।
যত বড় দান করে তত ঋণে বর ।
স্বামি দান দেগৈ মরে প্রভু দাম্মদর ।।
নুয়ারাম অতিব পতি মনে করে আশা ।
মনে মনে ভাবে চান্দ (গবিন্দ ভরসা) ।

।। অতঃ দিতিয়া প্রিতি ।।

আর এক দিনে চান্দ ঘরেতে বসিয়া ।
মনে মনে ভাবে চান্দ নুয়ারাম' লাগিয়া ।।
দিন মনি কুল বরে নাইরেই প্রাণ কান্দ ।
এখনে হইলে দেগা প্রাণি অব চান্দ ।।
যদুর নন্দন আনি বান' মিশাইয়া ।
সেই ভাবে অভাগিনি মুরিমুই পুড়িয়া ।।
(নয়নে নয়ন) দিয়া জরমি বেঞ্চ (ফি) ।
অধরে দিয়া জরমিলেঞ্চ (রি) ।।
অংগে অংগে মিশাইয়া প্রিতি করিব ।
আমার যদেঞ্চ দুখ সেই জনে জানিব ।।
ন সয়ে দারুণ অংগ বিষে জালাপরা ।
নিবারনি দিতে নারি হৈলে বাতে বুড়া ।।
যেই পিরা সেই দারু দিবেঞ্চ উচিত ।
এগ পিরা আর দারু না লয় মুর' বিষ ।।
সপ্নয়ে দংশিলে বিষ ঝাড়িয়া লামায় ।
প্রিতি করিলে বিষ আলিঙ্গনে যায় ।।
এই সব দুঞ্চ মুর বিদরয়ে বুক ।
জিবন রহিল মুর না খন্দিল দুখ ।।
মরিম মুই নুয়ারাম শোকে মনে হেন জানি ।
বাণ পক্ষ্য পান করি তেজিম মুই পরাণি ।।
কিবা নারি কিবা পুরুষ প্রিতি করিব ।
আমার যদেঞ্চ দুক্ সেই জনে জানিব ।।

।। জয়সিং-এর খেগাত 'প্রাং' হইবার যুক্তি ।।

আর এগদিনে যদি তার ভ্রাতা গণ ।
এগত্র হইয়া তারা মিলিল তখন ।।
যুক্তি করে ভ্রাতীগণে এগত্রে বসিয়া ।
সেইক্ষণে বেগা চাংমা মিলিলেক গিয়া ।।
যাইমু খেগার মাঝে যুক্তি করি চার ।
না জানি শনির দশা ঘটিল আমার ।।
সেই যুক্তি শুনিল যদি চান্দবী সুন্দরি ।
মনে দুঃখ পায় চান্দ শরিল শিহরি ।।
কি মতে এরিয়া যাইমু মর প্রাণ নাথ ।
হৃদয় জলিয়া উদে অনল সন্তাপ ।।
হৃদয় বিচারি চান্দ এরিল নিশ্বাস ।
মনে মনে ভাবি চান্দ জুরিলেক তপ ।।
কত কত যুক্তি কল্ল্য কহন না যায় ।
সব যুক্তি ফুরাইয়া ঘরে চলি যায় ।।
নানান কথা আলাপনে রজনী ভঞ্জিল ।
প্রভাত হইয়া তবে ডাগিয়া কহিল ।।

।। জয়সিং-এ প্রাং হইবার যাত্রা ।।

কুনে কুনে যাইবেক শুন পাড়াপড়শি ।
এই মতে কহিলেক ঘন ঘন দাগি ।।
এইখানে নাহি মিলে ভক্ষণের দ্রব্য ।
কত শত মাংস খাইমুই বড় বড় মৎস্য ।।
এই মতে কহিলেকই জয়সিং ডাকিয়া ।
নিঃশব্দে (আসিল) লুগ উত্তর না দিয়া ।।
নানান প্রকারে লুগ ভুলান্তে নারিয়া ।
শুভক্ষণে যাত্রা কল্ল্য খেগা উদ্দেশিয়া ।।

সেই দিনে চান্দবী যদি ঘরের বাহির ।
 নয়নের জল দিয়া তুষিল শরির ।।
 এক পদ বাড়াইলে দুই পদ লামে ।
 ক্ষণে উদে ক্ষণে বসে সুন্দর নুয়ারামে ।।
 এই মতে চান্দবী যদি ধীরে ধীরে যায় ।
 নয়নে দেগয়ে যত ফিরি ফিরি চায় ।।
 আঞ্জল ধরিয়া চান্দ বদন মুছায় ।
 কুকরি কুকরি কান্দে শুনে ভায়ে মায় ।।
 দিন অবশেষ হৈল পেচ্চিছরা মুক্কে ।
 হেন কালে চারি ঘর মিলিল হরিষে ।।
 লতাপাতা আনি তবে কল্ল্য বাসাখানি ।
 নানান কথা আলাপনে পোহাইল্য রজনী ।।
 প্রভাত হইয়া সবে করিল গমন ।
 কত শত বৃক্ষ দেখে নানান উপবন ।।
 ঝাকে ঝাকে পশুপক্ষি বেয়ায় নানান রংগে ।
 দেখিয়া সেসব সুন্দরি চান্দ মদন তরংগে ।।
 দুই দিনে চলি গেল থেগার মাঝার ।
 নদি দেগি চান্দবীর আনন্দ অপার ।।
 সিনান করিবারে যদি জলেত্তে লামিল ।
 ভক্তি করি জল লয়া শিহরি শরিল ।।
 হাতেত্তে লইয়া তবে জল করে পান ।
 ভক্তি করি চান্দবীয়ে স্বামি মাগে দান ।।

।। চান্দবীর গংগা তপ ।।

তুলশি মালা গলে দিয়া সুন্দর মাদপ্
জুর হাত গরি গংগা করে তপ্ ।।
স্বর্গেতে আছিল দেবি নামে সুরেশ্বরী ।
ভগিরথে আনি হৈলা গংগা ভাগিরতি ।।
তুমি মাতা সুরেশ্বরী তুমি সে যমুনা ।
ত্রিজাতি অবলা আমি না জানি মহিমা ।।
অপরাধ ক্ষেমা কর করিলুম প্রণাম ।
যেন মতে অভাগিনি পুন হবে কাম ।।
পুনঃ পুনঃ পদে ধরি প্রণাম যে করি ।
জর্মে জর্মে পাইতুম মাগৈ নুয়ারামে পতি ।।
কত শত (প্রার্থনা) করে বারে বার ।
কুলেস্তে উঠিয়া পরে বস্ত্র অলংকার ।।
ধীরে ধীরে আসিলেক্ষ যেথায় আছে বাসা ।
নতুন কুগিলা স্বরে কয়ে নদীর কধা ।।
কত শত নদি আছে কহন না যায় ।
এমেন শিতল নদি ত্রিভুনে নাই ।।
কত শত বাখানিল চান্দবী সুন্দরি ।
সেই কুলে রহিলেক্ষ দিয়া বাসা খানি ।

।। কুগিয়ে বিয়া চাহিবার বয়ন ।।

কত শত লুগ তারে দেগিবারে যায় ।
তার রূপ দেগিলে সবে করে হায়রে হায় ।।
কুন বিধি সৃজিলেক্ষ এমেন সুন্দরি ।
দেখিবারে থাকুক কাজ কন্নে নাহি শুনি ।।
এক দিন কহিলেক্ষ কুগিয়ে দেগিয়া ।
বহুত মূল্য দাম দিমুই দেগৈ মরে বিয়া ।।
গব সংগে মঙ দিম্ মুই আর দিম্মুই (ক্ষারা) ।
হাঝি হাঝি কহিলেন কুগিয়া নুয়া রোয়াজা ।।

হাস্য কথা কইলে তারা রহিলেক সিধু ।
বিধিয়ে জদাইল তারে বিপাগের হেদু ॥
এথায়ে বসিয়া আছে নুয়ারাম সুন্দর ।
কি মতে যাইব আমি জয়সিঙের ঘর ॥
অন্তরেতে বুদ্ধি যদি বিচারিয়া চায় ।
কান্তন বিনেতে বুদ্ধি না দেখি উপায় ॥

।। নুয়ারামের কান্তনের যুক্তি ।।

এই বুদ্ধি করিলেক নুয়ারাম যখন ।
প্রভান্ত অইয়া তবে (পুছে জনে জন) ॥
যত যত তাগা লাগে সব দিব আমি ।
এহি মতে কহিলেক ঘন ঘন ডাকি ॥
আসিলেক শত জন হ্রষিত্ত মন ।
নিচ্ছয়ে যাইব আমি প্রতিজ্ঞা বচন ॥
আমি সাত জন ভাই তুমি একজন ।
আন্ত্য জনে চলি যাইব থেগার ভুবন ॥
কত কত তাগা ভাংগি হাত করি ল্য ল্য ।
বাহুল্য কারণে সব লেগা নাহি গেল ॥
শিষ্য নুয়ারাম তগনে চলি যায় ।
মা বাভের কাছে গিয়া অইল বিদায় ॥
মাতাপিতা প্রণামিল সুন্দর নুয়ারাম ।
আশিরবাদ কল্য তাতে পূর্ণ ওক্কোই কাম ॥

।। নুয়ারামের যাত্রা ।।

সম বারে শুভক্ষণে নৌকাতে চড়িল ।
এগ মাঝি সাত দারি নৌকাতে উদিল ।।
সেই দিনে রইলেক পেচিছরা মুকে ।
সেই রাত্রি পুহাইল আনন্দ উৎসবে ।।
প্রভাত হইয়া নৌকা তুলিল বরকল ।
পুনঃ বার মাল আনি ভরাইল্য সকল ।।
এই মতে নৌকা লয়া আসিল উজানি ।
কত দিনে পাইমু দেগা সুধাংশু বদনি ।।
চান্দবী শুনিল যদি নুয়ারাম আগমন ।
আনন্দে পুলকিত অংগ প্রিতি মদন ।।
কত দিনে আসিবেক মুর প্রাণ কান্দ ।
এই ক্ষণে হইলে দেগা প্রাণে অব ছন্দ ।।
পথ নিরক্ষিয়া আছে চান্দবী সুন্দরি ।
এন কালে তার মাতাই কহিলেন ডাকি ।।
নুয়ারাম আসিল বলি কহিল ডাকিয়া ।
চান্দবী সাজন করে শুন মন দিয়া ।।

।। চান্দবীর সাজন কথা ।।

আজুরি পিজুরি চান্দ ঝারি বান্দের চুল ।
কপালে তিলক ফুদা দুই কনে ফুল ।।
কানেতে ঝমবুলি দিল নাগে দিল নত্ ।
তাহক মনিষ্য কূলে দেবে করে বশ ।।
দাদ মাঝে মিছি দিয়া গলায় হাজুলি ।
বাজিয়া বাজিয়া বান্দের মাথার কবরি ।।
আংগুলে আংগুরি দিল দুই হাতে কুঝি ।
তার রূপ দেগিলে হয় মুনি মন খুঝি ।।
বাহতে পিনে দুই হাতে তার ।
সুন্দরি চান্দবী পিনে গলায় চন্দ্রহার ।।

শিগলে গাথিয়া তাগা পিনি লৈল্য গলে ।
 গাভুরে তাহা লৈ কিবা বুড়া মন টলে ।।
 বাজিয়া আনজল যদি বান্দিল তরিত ।
 স্বৰ্গ হস্তে চন্দ্র যেন লামিল ভরমিত ।।
 নতুন বয়সের কালে পিন্দন সুন্দর ।
 দুই হাণ্ডে (চঙর) লয়া ফিরেই ভমর ।।
 পায়ে খারু পায়ে দিয়া সাজিল (তরিত) ।
 এন কালে নুয়ারামে হৈল উপনিত ।।

।। গরুভ জরুম ।।

নয়নে নয়নে যদি হৈল দরশন ।
 কাম ভাবে দুই জনে হৈল অচেতন ।।
 সেই দিনে আসিলাম এথায়ে চলিয়া ।
 সেই দিনে আসিলাম কান্দিয়া কান্দিয়া ।।
 নয়নে জলধারে পথ নাহি চিনি ।
 এই দুঃখ বিবরণ শুন শিরমনি ।।
 যেই দিন নাথ ছারিলাম তুমারে ।
 সেই দিনে অনু পানি নাহি রুজে মনে ।।
 খুদায়ে তৃষ্ণায়ে মুর নাহি ছিল আশ ।
 তুমার ভাবনা প্রভু আছিল বিশেষ ।।
 নিধনির ধন তুমি মর অন্ধ লাঠি ।
 তিলক্ মাত্র না দেগিলে প্রাণি হয়ে পানি ।।
 চান্দা নাগেশ্বর তুমি অইতা এখন ।
 কল্পেণ্ডে করিয়া মুই করিতুম যন্তন ।
 দৰ্পণ অইতা তুমি আমার গুচর ।
 অনুক্ষণ চাইতুম্গি শুনগৈ নাগর ।।
 সনা রুবা হৈতা নাথ আমার লাগিয়া ।
 যন্তনে রাখিতুম তরে আনজলে ধাগিয়া ।।
 দয়া করি প্রাণনাথ হৈল মর বাড়ি ।

বহুত দিনে পাইলুম তরে নাই দিমুই ছাড়ি ।।
 আজিকার রাত্রি নাথ থাগ মর বাড়ি ।
 রংগে ধংগে দুইজনে পুহাইমু রজনী ।।
 প্রভাত হইলে তুমি যাইবা বনান্তর ।
 ইহার লাগিয়া তুমি থাগ মর ঘর ।।
 এ থায় না থাকিলে প্রভু অন্য ঘরে যাগে ।
 নিচ্ছয়ে কহিলুম তুরে মর মাধা খাগে ।।
 আজিকার রাত্রি নাথ না থাগ নিশ্চিত ।
 নিচ্ছয়ে ভুক্তিব আমি কালউদ' বিচ্ ।।
 রহিব অবলা বধ তুমার উপর ।
 নারি বধ ভয় নাই রসিক নাগর ।।
 হাবি হাবি তখনে চান্দবী কহিল ।
 শুনিয়া নুয়ারাম মনে দয়া উপজিল ।।
 হাবি হাবি কহিলেক সুন্দর নুয়ারাম ।
 আজিকার মন বাঞ্চা পূর্ণ অবৈ কাম ।।
 দুইজনে রহিলেক হ্রিষিক্ত হৈয়া ।
 তখন আসিব বলি রহিল জাগিয়া ।।
 বসন্তক পক্ষি বৈশাগের মাসে ।
 বৃক্ষ ডালে বসি আছে মৎস্য পাইবার আশে ।।
 সেই মতে চান্দবী যদি মনে করে আশা ।
 এখানে আসিলে নাথ পুরায় মন বাঞ্চা ।।
 এন কালে অনেই রাত্রি নুয়ারামে যে জাগে ।
 নিঃশব্দে আসিল রাম চান্দবীর কাছে ।।
 এন মতে তারা যদি মিলে আরবার ।
 তার মধ্যে নিঃশব্দকায়ে ভন্জিল শৃঙ্গার ।।
 বদনে বদন দিয়া নয়নে নয়ন ।
 অধরে অধরে দিয়া মধু করে পান ।।
 দুই গালে চুম্ব দিয়া করে তুলি লল ।
 মধুর বচনে তারে কহিতে লাগিল ।।
 শংকরে রচনে যেন মিলিল ভবানি ।

সেই মতে দুইজনে মিলি---লাম আমি ।।
 রূপে গুণে দুইজনে একুই সমান ।
 সিতার সংগেতে যেন মিলিল শিরাম ।।
 ধৰ্মে কর্মে দুই জনে একুই সংগে পরি ।
 রাবণার সংগে যেন মিলে মন্দেদরি ।।
 তুমি যেমন রূপবতি আমি গুণবান ।
 সাবিত্রির সংগে যেন মিলে সত্যবান ।।
 চন্দ্র সংগে রাহু যেন অইল মিলন ।
 বাহু পাসারিয়া তারে দিল আলিঙ্গন ।।
 নুয়ারামে কহিল যদি এদেক বাখানি ।
 পুনশ্চবার কহিলেক সুন্দরি চান্দবী ।।
 নিদ্রা যায়ে ভ্রাতী মাতৃ ঘরেতে শুইয়া ।
 কি মতে আইলা তুমি কেনে না ধরাইলা ।।
 নিঃশব্দে কহিল কথা কেহই না জানিল ।
 পুনশ্চবার দুইজনে শৃঙ্গার ভন্জিল ।।
 কাম ভাবে মতিছন্দ চান্দবী সুন্দরি ।
 সেই রাত্রি মধ্যে চান্দ হৈল গর্ভবতী ।।
 পঞ্চ দিন ঋতুবতী আছিলেক গায় ।
 মনে মনে ভাবে চান্দ যা করে গোসাই ।।
 'এন কালে হইলেক প্রতুষ বিহার ।
 হ্রষিতে দুই জনে কল্য (সিনান তার) ।।
 আজি যাইবেক নাথ জংগল মাঝার ।
 এই রূপ যৌবন মর অইব ছারখার ।।
 ত্রিজাতি বিষম জাতি নাহি কোন বুদ্ধি ।
 দয়া করি প্রাণনাথ দিচা ভালা যুক্তি ।।
 কুন চিন্-না করিও প্রাণের রূপসি ।
 আসি মাত্র দুইজনে হৈমু দেশান্-রি ।।
 অংগেতে আছয়ে গর্ভ কেহই না জানিল ।
 চান্দবীর কাছে গিয়া বিদায় হইল ।।
 আশিরবাদ কল্য তারে কহগৈ কুশল ।

পুনশ্চবার দেগি যেন তর চরণ কমল ।।
ক্রমে ক্রমে গৰ্ভ তার বাড়িতে লাগিল ।
জানিয়া সুন্দরি চান্দর ভয় উপজিল ।।
ভাই সব জানে যদি এই সব ঘটনা ।
যেন মতে নাহি জানে করিম মুই চলনা ।।

।। চান্দবীর ছলনা ।।

শুন শুন ভাই বন্ধু মর মনের দুখ ।
আমার হৃদয়ে আছে এই তিন রোগ ।।
উদিতে বসিতে শক্তি নাই মর কোন ।
কিছু মাত্র নাহি পারি করিতে ভক্ষণ ।।
দিনে দিনে বল তুটে তনু হৈল হিন ।
কোন রোগ নাই অংগে সর্বাংগ মলিন ।।
ঘন ঘন হাম্যানি এরি প্রাণি মর কাপে ।
এই রোগ ঐয়াছে মর (জরের) প্রভাবে ।।
এই এগ ব্যাধি মর শুন ভ্রাতীগণ ।
নিচ্ছয়ে কহিলুমগি সেই রোগের বচন ।।
অনুক্ষণ নিদ্রা যাই যদি আইছে জর ।
জর উন্নে পিলেই মর অইয়াছে বড় ।।
পিলয়া প্রভাবে পেট নিচ্ছয়ে বাড়িল ।
সেই এগ রোগে মর সর্বাংগ ধরিল ।
এই কথা কহিলেক্ চান্দবী তখনে ।
উবুদি বলেন্ন চান্দ না লয় মর মনে ।।
আর এগ দিন ঘরে বসিয়া উবুদি ।
এন কালে আসিলেক্ তথায় ফলবিজি ।।
নানা কথা আলাপনে বলিল উবুদি ।
ব্যাধির লক্ষণ তার কভু নাহি দেগি ।।
গর্ভের লক্ষণ দেখি চান্দবী সুন্দরি ।
কহিলাম সত্য বাণি শুনহ্ শাশুড়ি ।।
বুগেত্তে চাবর মারি চান্দমায়ে কয় ।

চান্দবীরে দাগগৈ নিচ্ছয় ।।
 চান্দবী চান্দবী বলি ডাগে ঘনে ঘন ।
 ডাক শুনি আসে চান্দ চিন্তামুক্ত মন ।।
 মলিন বদনে মায়েরে করিল প্রণাম ।
 মাতা-পিতা ভাই বন্ধু ডুবাইলা নাম ।।
 কার উন্দ্বে গৰ্ভ তর কহ তা এখন ।
 নৈলে পদাঘাত দিম্মুই তমার উপর ।।
 চান্দবী কহিল তবে জোড় করি পানি ।
 মর মনের দুঃখ কধা শুনগৈ জননি ।।
 কলসি কাঁখে লাইয়া জলে একবার ।
 শিনান করিতে গেলাম জলের মাঝার ।।
 কলসি ভরিয়া আমি নামিলাম জলে ।
 হেন কালে নুয়ারাম শিষ্য আমি মিলে ।।
 হস্তে ধরি চুম্ব দিয়া গালেতে আমার ।
 বলেতে মরিয়া রামে করিল শৃঙ্গার ।।
 দাগিবার শক্তি নাই ধরে গলা টিপি ।
 নিলজ্জ পুরুষ জাতি নাহি দিল ছাড়ি ।।
 সেই উন্দ্বে উবুদি শিষ্য চলি যায় ।
 সত্বরে জানাইল গিয়া জয়সিঙের কায় ।।
 শুন শুন প্রাণনাথ নিবেদন করি ।
 সংসারেতে তার কীর্তি রাখিল চান্দবী ।।
 তর ভগ্নিনি গৰ্ভবতি অইল এখন ।
 কন'লাজে সংসারেতে দেগাইবে বদন ।।
 চান্দবীর গৰ্ভ কধা শুন দিয়া কন ।
 দন্ডকায়া মর্মায়া চক্কু রক্ত বনু ।।
 নিচ্ছয়ে মারিম মুই আজি কাদিম মুই এখন ।
 লজ্জা রাগিবারে বন্ধু নাহি এই তিন ভুবন ।।
 চান্দবী বলিয়া যদি ডাকে মালামাই ।
 সত্বরে আসিয়া পড়ে জয়সিঙের পায় ।।
 সাবে বাঘে ধরি রোগে ফেলাইত মারিয়া ।

তর লাগি যমদুস্ত রহিল পলাইয়া ।।
 চান্দবী বলিঙ্গা যদি রাখিলেনু মাই ।
 তর সমান নুদি বেশ্যা সংসারেতে নাই ।।
 কত কত গালি দিল (কল্লে) নাহি শুনে ।।
 জুর হাত করি রয়ে জয়সিঙের গোচরে ।।
 জয়সিঙের ক্রোধ দেখি মালামা কাতর ।
 মধুর বচনে কয়ে স্বামির গোচর ।।
 সর্ব শাস্ত্র জান তুমি পরম পন্ডিত ।
 তোমারে বুঝাইতে নাথ বড় অনুচিত ।।
 ক্ষেমা কর প্রাণনাথ ধরি তব পায় ।
 চিন্তে ক্ষেমা না থাকিলে স্বর্গে কিবা যায় ।।
 ক্ষেমা কর প্রাণনাথ তব পদে ধরি ।
 চান্দবী নাগরে দুষ সব দুষি আমি ।।
 ক্ষেমা সম বন্ধু নাহি এই তিন ভুবন ।
 ক্ষেমা দিয়া অবিরত ভাব সুদ্ধ মন ।।
 দানেতে উত্পদি ধর্ম দয়া ধর্ম তিদি ।
 ক্ষেমায়েং ক্ষত্রিয়েং ধর্ম কহিল উবুদি ।।
 ক্রোধ সমব্রণৈ নাথ ধরি তব পদে ।
 এই নারি কাদিলে তুমি যাইবে নরক্কে ।।
 ক্রোধ সম্বরিয়া তবে কয়ে পুনশ্চবার ।
 এই ভগ্নিনি লাগি মুই করিমুই দরবার ।।
 চান্দবী কহিল যদি নুয়ারামের গর্ভ ।
 এই কথা সংসারেতে লুগে বুঝে সর্ব ।।
 কত দিনে নুগা সাদি আসিল নুয়ারাম ।
 চান্দবী হইল গর্ভ শুনে লুগ-থান ।।
 নুয়ারামের বাবে মায়ে যুক্তি করি কয় ।
 এক শত বাজাইলে তুমি কইবা নয় ।।
 কোন দিনে তার সংগে নাহি দ্রশন ।
 লজ্জা নাহি কয়ে সেই আমার নন্দন ।।
 বেশ্যা সংগে বেশ্যা মিলি গর্ভ হৈল তার ।

সুন্দর দেগিয়া মরে কহিল আমার ।।
 আকাশের চন্দ্র দেখি শৃগালে ফাল মারে ।
 কত ইজা মৎস্য জলে কহিতে না পারে ।।
 ক্রোধ ভরে কহিলেক জলন্ত আগুনি ।
 নয়ন ঘুরাইয়া কয় সভা থানে বসি ।।
 ইষ্ট মিত্র (ভ্রাতা) গণে যুক্তি করি সার ।
 নিচ্ছয়ে করিব আমি চান্দবী দরবার ।।
 দরবারে জিনিব বলি মনে করি আশ ।
 এখনে কহিয়া দিমুই তার বারমাস ।।
 নমি আমি ইন্দ্র সংগে যত স্বর্গবাসি ।
 পাদালেতে নাগরাজা শুন বলি ।।
 আকাশের চন্দ্র কিবা দেব দিবাকর ।
 প্রতিম্বিতে যত বৈসে রাজারাজেশ্বর ।
 অরণ্যেতে লতা বৃক্ষ শুন পাতি কান ।
 পশুপক্ষী শুন কহি যত জিববান ।।
 ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য হিন্দু মুসরমান ।
 চান্দবীর দুঃখ কথা শুন পাতি কান ।।
 চন্দ্র বংশি মূর্য বংশি যত বড় লোক ।
 বার মাসে কয়া দিমুই চান্দবীর দুখ ।।
 শুনগৈ রমণিগণ করিয়া বিচার ।
 যেন মতে নাই করে সেই সব বেভহার ।।
 শুনগৈ চান্দবী কথা যদেক কামেনি ।
 বারমাসে কয়া দিমুই সেই সব কাহিনি ।।

।। চান্দবী দরবার কথা ।।

ফাল্গুন মাসে শু চান্দ বসন্ত প্রবেশ ।
চিন্তাইয়া হইল চান্দ পাগলের বেশ ।।
হয়্দে যদি মরি যাইতুম জননি উদরে ।
ইষ্ট মিত্র বন্ধু মিলি মাদি দিদ মুরে ।।
জ্ঞাতি গুণি থানে চান্দ মাগয়ে মেলানি ।
মায়ের নিকণ্ডে চান্দ কয় কানি কানি ।।
মায়েরে প্রণাম করি কয়ে এগবার ।
মর সংগে চল মাগো করিণ্ডে দরবার ।।
চৈত্রল মাসে শু চান্দ কুগিলাই কুহরে ।
রহিবারে না পারিল ভাই বন্ধু ঘরে ।।
নদনদি পাড় হইয়া উদিল পর্বতে ।
তরুছায়া পাইলে চান্দ ঘন ঘন বৈসেয়ে ।।
হাদিণ্ডে না পারে চান্দ গৰ্ভের লাগিয়া ।
হায়রে বিধি দুষ্ক দিলে কপালে লেগিয়া ।।
গৰ্ভের যাতনা দুষ্ক সহন না যায় ।
পুরুষে না জানে দুষ্ক জানয়ে গসাই ।।
বৈশাগ মাঝে শু চান্দ কায়া ভিজি ঝড়ে ।
সেই দিনে আসিলেক্ চন্দ্রধন ঘরে ।।
হাদিয়া পাইল দুষ্ক না করে ভোজন ।
সেই রাত্রি মধ্যে চান্দ দেগিল সপ্নন ।।
প্রভাত হইয়া চান্দ কয়ে সপ্ননের কথা ।
নুয়ারামের সংগে আমি খেলিলাম পাশা ।।
হারিলাম পাশা আমি দেখিলুম সপ্ননে ।
ছত্রদন্ড ধরি যায় সুন্দর নুয়ারামে ।।
সিতারে হরিয়া নিল রাজা দশাননে ।
বন্দি করি রাখিলেন অশোকের বনে ।।
সেই রাত্রি সপ্নন দেগে ত্রিজাত রাক্ষসি ।
নরবানরে হাতে লংকা হৈল্য ভস্মরাশি ।।
সিতা উদ্ধারিয়া রামে আসিলেন ঘরে ।

এই সপ্নন দেখিয়াছে কয়ে চন্দ্রধনে ।।
 সেই মত দেখিয়াছে কয় চন্দ্রধন ।
 চিন্তা না করিও থির কর মন ।।
 জেত্রল মাঝে শু চান্দ নিদারুণ সময় ।
 সাতজন সংগে করি দরবারে চলয় ।।
 এগ মাঝি দুই দারি নুগাঙে চরিয়া ।
 সেই দিনে সে থানে ভেদিলেক গিয়া ।।
 চান্দবীর রূপ রাজায় নিরক্ষিয়া চায় ।
 যেমন রূপ সেমন নাম কহিল রাজায় ।।
 রাজার নিকটে গিয়া প্রণাম করিল ।
 মধুর বচনে তারে কহিতে লাগিল ।।
 দোষ নাই মাতা পিতা আর বন্ধুজন ।
 বিধিয়ে দিয়াছে বাবু কপালে লিখন ।।
 দোষ নাহি ইষ্টমিত্র নাই সবাকার ।
 প্রাণ দান দেগৈ বাবু মোরে এগবার ।।
 আঝার মাঝে শু চান্দ চাদকের নাহ ।
 পুনবার কয়ে চান্দ জুড় করি হাত ।।
 আপনার ফুল গন্ধ কামের লাগিয়া ।
 বহুত দিন রাখে মুরে ভায়ে নাদে বিয়া ।।
 যদু রংশে অনিরুদ্ধ শ্রিকৃষ্ণের নাতি ।
 (বানের) নন্দিনি উষা ঐল গর্ভবতি ।
 বিদ্যার মন্দিরে যদি গেলেন সুন্দর ।
 তেয়্য গর্ভবতি হৈল্য শুন নৃপবর ।।
 কত কত গর্ভ হৈল্য সংসারের মাঝ ।
 সেই উনদে কহি বাবু মুক্কে নাহি লাজ ।।
 পুন পুন পদে ধরি করিলুম প্রণাম ।
 এই গর্ভ করি দিল সুন্দর নুয়ারাম ।।
 সত্যবাদি ধর্ম রাজা তুমি পুন্যবান ।
 তুমার আজ্ঞায়ে এথায় আসিবে নুয়ারাম ।।
 বাক্যযুদ্ধ দুইজনে করিমুই বিস্তর ।

সত্য কার মিথ্যা কার শূনিবা নৃপবর ।।
 চান্দবীর মকদ্দিমা দিন ধার্য্য হৈল ।।
 রাজার নিকণ্ডে গিয়া বিদায় হইল ।
 শ্রাবণ মাসেণ্ডে চান্দ খালে নালে পানি ।।
 নৌকা লুয়া সুন্দর চান্দ আসিল লামনি ।
 পুন্নবার আসিলেক্ক চন্দ্রধন ঘরে ।।
 সিপায়ে করিল জারি নুয়ারাম গোচরে ।
 ভাদ' মাসে বিশ তারিখে যাইবা তখন ।
 এই দিন ধার্য্য আমি দিলাম এখন ।।
 দিনে দিনে চান্দবীর গৰ্ভ হৈল ভারি ।
 গৰ্ভ প্রসববিব বুলি না দেগেগৈ বাড়ি ।।
 সেই দিনে রহিলেক্ক ভূমিণ্ডে শুইয়া ।
 আহায় বিধি দুক্ক দিলে কপালে লেগিয়া ।।
 কোথায় গেল ভাই বন্ধু বাব দিব্বধন ।
 অতি দুগে সুন্দরি চান্দ জুরিল ক্রন্দন ।।

।। অতঃ চান্দবীর প্রসবের দুঃখের লাচারি ।।

মুই যে অবলা নারি ভ্রাতি সব গেল ছাড়ি
 আজি মুই ভূমিণ্ডে শয়ন ।
 ভূত প্রেত দৈত্যেশ্বর ফিরে রাত্রি নিরন্তর
 আজি মুই নিরাশ জিবন ।
 ছাড়ি গেল ভায়ে মায় ডাকিবার বন্ধু নাই
 উঠ চান্দ ঘরে একবার ।
 আজি যদি বাঘে খায় না দেগিব ভায়ে মায়
 শুনিলে যে কান্দিব বিস্তর ।।
 মুই যে অবলা নারি যুবন জালায় সহ্য নারি
 তে কারণে পাই এত দুখ ।
 এই বড় রহিল দুখ না দেখিলুম নুয়ারাম মুখ ।
 আহায় বিধি ফেলিলে বিপাগে ।।

নিদয়া পুরুষ জাতি কথা কয়ে হাঝি হাঝি ।
 অবশেষে মারয়ে পাজার ।
 আগাজ উবরে তুলি করিল বিবিধ কেলি
 পায়ে ধরি মারয়ে আঝার ।
 দিনে দিনে প্রসব বাড়ে এই কথা কহিব কারে
 গর্ভ হৈলে কহিবেক নয় ।
 নিশ্চয়ে কহিব নয় নিদয়া পুরুষে কয়
 এই কথা বুঝগৈ আপনি ।।
 মৃগমৃগি বনে বাসা খাইয়াছে লতাপাতা
 পরহিংসা নাহি কদানচন ।
 বনে খায়ে তিন্ন পানি কদানচিত্ত ইংসানি
 মাংসের লাগিয়া তেয়্য হৈল বৈরি ।।
 মুই নারি যবুন লাগি অইলুম পুরুষ বৈরি
 এই কারণে পাই এত দুখ ।
 বাব সত্য পালিবারে রাম গেল বনবাসে
 সংগেতে গেল লক্ষ্মণ জানকি ।
 কাননে পাইল দুখ দেগিল স্বামির মুখ
 দুক্ক তার নাই (কদানচিত্ত) ।
 অবশেষে দশাননে হরি নিল জনাকিরে
 রাখিলেন অশোকের বন ।
 বানর লইয়া সাঙে মারিলেক রঘুনাথে
 পুনবার পাইলেন নিজ পতি ।।
 তাত্তন দুক্কিত আমি অইলাম জেদা রানি
 এইদুক্ক রহিল মনেতে ।
 দ্বাপরেতে ধর্মরাজা লুগে সবে করে পূজা
 পান্দুর নন্দন যুধিষ্ঠির ।।
 ভায়ে ভায়ে খেলি পাশা হারিলেক ধর্মরাজা
 অবশেষে গেল বনবাস ।।
 পঞ্চস্বামি লয়া সংগে দ্রৌপদি গেলেন রংগে
 দুক্ক তার নাহি কদানচন ।।

দ্বাদশ বর্ষ বন অবশেষে হৈল রণ
 মারিলেক্ষ কুরু অধিকারি ।।
 পুনবার রাজ্য পাইল্য আনন্দে (উ) পনিত্ত হৈল্য
 সিংগাসনে ধরে ছত্রদন্ড ।।
 আমি অতি অবলা নারি বিপদে সাগরে পড়ি
 হৃদয়েতে বুদ্ধি নাই ঘতে ।।
 সময় কালে (বহুত) ভাই বিপদেতে কেহই নাই
 এখন মরন উচিত ।
 জাত গেল কূল গেল দুই কূলে কলংগ হৈল
 বেশ্যে নদি কইবেক্ সকলে ।।
 জুর হাত অয়া কয় শুন প্রভু দয়াময়
 রাখ মরে পত্ত ছায়া দিয়া ।।

।। অতঃ পয়ার ।।

এই মতে কান্দি যদি রাত্রি পোহাইল ।
 পুনবার ঘরে গিয়া ভক্ষণ করিল ।।
 চান্দবী কইল গিয়া লাপবাদের গুচর ।
 যদি দয়া থাকে পিঝা তুলি দেগৈ ঘর ।।
 কালিকার মত পিঝা যদি আর থাকি ।
 (বিষ) পান করি আমি তেজিমুই পরানি ।।
 করুণা হইল যদি লাপবাদের মনে ।
 অতি শিগ্ধে (বাঁশ) আনি তুলিল তখনে ।।
 বাঁশ গাছ কাবি (আনি) সব থুবাইল ।
 দেখিতে দেখিতে ঘর তখনে তুলিল ।।
 সেই ঘরে চান্দবী যদি আনন্দে রইল ।
 দিনে দিনে গর্ভ তার বাড়িতে লাগিল ।।
 ভাদ্রল মাসেত্ত চান্দ রান্দালের নাত ।
 বিধিয়ে লিগিয়া দিল চান্দবীর গাত ।।
 সেই এক অব কির্তি গুচয়ে সংসার ।

আহায় বিধি দুক্ক দিলে কত সহীমু আর ।।
 গুগুর কুগুর জান ভালমন্তে গণি ।
 তাতুন অধম জান হইলাম আমি ।।
 কত দিন পড়ে যদি জয়সিঙে আসিল ।
 পুনশ্চবার নৌকা লয়া দরবারে চলিল ।।
 সেই দিনে গেল যদি সুন্দর নুয়ারাম ।
 দুইজনে গিয়া তারা করিল প্রণাম ।।
 নুয়ারামের মুক্ক চায়া বলিল বচন ।
 এইক্ষণে কি করিবে তুমার নন্দন ।।
 যন্ত্যপি গুনগৈ যদি আমার নন্দন
 কুন মাসে গর্ভ তুর কগৈরে এখন ।।
 নৌকা কাটা গিয়াছিলা তুমি মাগল মাসে ।
 সেই কথা কহি বাবু তুমার গুচরে ।
 সেই রাত্রি মধ্যে তুমি আইল্যা মুর কাছে ।।
 ধরিয়া আমারে তুমি শৃঙ্গার করিলা ।
 কাড়িয়া পরের ধন এখন পাসরিলা ।।
 কত কত চুম্ব দিলা মুর গাল মাঝ ।
 সেই কথা কহিতে বাবু মুক্কে করে লাজ ।।
 পুনশ্চবার নুয়ারাম যদি দিলেক্কে উত্তর ।
 তুর সমান বেশ্যা নুদি নাই সংসার ভিতর ।।
 নৌকা কাটা গিয়াছিলাম আমি আশ্বিন মাসে ।
 সেই কথা কহি বাবু তুমার গুচরে ।।
 সুন্দর দেগিয়া মুরে কহিলেক্কে মিছা ।
 কার উনদে গর্ভ হৈল না পাইলে দিশা ।।
 সেই রাত্রি মুর সংগে সাধিলে যে কাজ ।
 এখন বরাই কর মুক্কে নাই তর লাজ ।।
 কাকুত্তি মিনত্তি করিলা তুমি সেই সময় ।
 খাইয়া পরের ধন এখন কর ভয় ।।
 রাজায় বলে গুন তোমরা দুই জন ।
 কার্তিক মাসেত্তে হইলে নুয়ারামের নন্দন ।।

আশ্বিন মাসেত্তে যদি তার গৰ্ভ হয় ।
 কদানচিত্তে সেই গৰ্ভ নুয়ারামের নয় ।।
 মগদমা দিন ধার্য্য তখনে পড়িল ।
 রাজার নিকন্তে বসিয়া বিদায় হইল ।।
 আশ্বিন মাসেত্তে চান্দ স্রদের রিত্ ।
 নৌকা লয়া সুন্দর চান্দ আসিল তরিত ।।
 পুনশ্চবার সেই ঘরে আসিল তখন ।
 সেই রাত্রি মধ্যে চান্দ প্রসবেন নন্দন ।।
 জলে পা (আ) লি কুলে লয়া পুত্র মুক্চ চায় ।
 দরবাজ্যা বুলিয়া নাম রাখিলেন মায় ।।
 দিনে দিনে বাড়িলেক্চ চান্দবীর দয়া ।
 সব দুক্চ পাসরিল পুত্র মুক্চ চায়া ।।
 চন্দ্র হিন রাত্রি যেন সব অঙ্ককার ।
 পিতৃহিন পুত্র যেন না হয় কাহার ।।
 মৎস্যহিন নদি যেন শোভা নাহি পায় ।
 যেমন বগের দশা অংশের সভায় ।।
 পিতৃহিন পুরুষের জানিও সর্বদা ।
 বিদ্যা হিন পুরুষের সদাই (হেত) মাধা ।।
 ধনহিন পুরুষের নয়ে কার্য্য সিদ্ধি ।
 অনু বস্ত্র না থাকিলে নাহি কুন বুদ্ধি ।।
 এই মতে চান্দবীর যদি দিন গেল বয়া ।
 পুনশ্চবার জয়সিঙ তথায় মিলিলেক্চ গিয়া ।।
 কাত্রিগ মাঝেত্তে চান্দ অল্প পরে জার ।
 পুনশ্চবার গেল চান্দ করিত্তে দরবার ।।
 সেই দিনে গেল যদি সুন্দর নুয়ারাম ।
 পুনশ্চবার গিয়া তবে করিল প্রণাম ।।
 রাজায় বুলে শুনগৈ চান্দবি সুন্দরি ।
 এই মকরদমা পাইল নুয়ারামে দিঙিরি ।।
 জয়সিঙরে লিখি দিল শুভংকর মুহুরি ।
 গুনাগার দেগৈ তুমি পঞ্চাশ তাগা গণি ।।

জয়সিঙের উন্নে রাজায় গুনাগার কল্য ।
 রাজার নিকণ্ডে গিয়া বিদায় হইল ।।
 মনে দুৰ্দ্ধ পাইয়া চান্দ আসিল উজানি ।
 বুকে ভরা পড়ের দু নয়নের পানি ।।
 পুষ্পল মাসেণ্ডে চান্দ শিঙ্গে তনু কাবে ।
 বিনা দুষে প্রাণনাথ ফেলিলে বিপাণে ।।
 সেই রাত্রি মধ্যে যদি তার পুত্রের মরণ ।
 মরা পুত্র কোলে লয়া জুরিল রোদন ।।

।। লাচারি ।।

মরা পুত্র কোলে লয়া কান্দে চান্দবী কয়া
 আহায় বিধি পুত্র নিলা হরি ।
 বুগেতে চাবর মারে পুত্র পুত্র বুলি ডাণে
 কণ্ঠে পুত্র তুমার মায়ের গ্লানি ।।
 এই বড় রহিল দুখ না দেগিম মুই পুত্র মুখ
 এই দুৰ্দ্ধ রহিল জিবনে ।
 সূর্য বংশি দশরথ মৃগ (মারে) কাননত
 কত শত পশুপক্ষি মারে ।।
 এক দিন দৈব যোগে চলি গেল তপো বনে ।
 সেই বনে মুনির আশ্রম ।
 হরিণের রূপ ধরি মুনি পুত্র করে কেলি
 দেগিলেক দশরথ রাজায় ।
 জুরিয়া ধনুর (শর) মারিলেক নৃপবর
 সত্বরে পড়িল তার গায় ।।
 অহংকার বুকে গরি ডাগি বুলে নৃপমনি
 উপনিত মুনির গুচর ।
 মরা পুত্র কোলে লয়া কান্দে মুনি বিলাইয়া
 অন্ধ মুনি কান্দিল বিস্তর ।।
 সে ফলিল মুনির দবা জিবনে নাইক আশা

নিচ্ছয়ে মরিমুই পুত্র শোকে ।
 পুত্র শোকে মুনিবর কান্দিলেন ঝরঝর
 তুমিয়া মরিবা পুত্র শোকে । ।
 মুনি গেল স্বর্গবাস দশরথ পাইল লাজ ।
 পুনশ্চবার আসিলন ঘরে । ।
 রাম গেল বনবাস দশরথ হৈল নাশ
 সেই মত মুরিম মুই নিচ্ছয় ।
 মুরিম মুই পুত্রের লাগি বিধি হৈব বধ ভাগি
 জিবনেতে হইয়াছি মরা । ।
 এখন ছাড়িয়া মুরে গেল পুত্র স্বর্গ পুরে
 মা বুলিয়া কনে ডাগিব ।
 ধর্ম ফলে পুত্র পাইলুম কর্ম দুখে হারাইলুম
 এই দুষ্ক রহিল মনেতে । ।
 রাত্রি পুহাইল যদি অনেক বিলাপ করি ।
 লুগ সব আসিল বিস্তর । ।

।। অতঃ পয়ার ।।

চান্দবীর ক্রন্দনেতে বৃক্ষ পত্র ঝবে ।
 ইষ্টমিত্র চক্কুজল সম্বরিতে নারে । ।
 জলে কান্দে জল মৎস্য কান্দয়ে কুমারি ।
 চান্দবী কান্দনে কান্দের বনের হরিণ্ডি । ।
 স্বর্গেতে দেবদা কান্দের পুষ্প পারিজাত ।
 চান্দবী কান্দনা লাগি কান্দে শশিনাথ । ।
 মুনিয়ে এরিল তপ যুগিয়ে এরে ধ্যান ।
 চান্দবী কান্দনা লগি জ্ঞানিয়ে এরে জ্ঞান । ।
 লতা বৃক্ষ কান্দে সব বনের বানর ।
 পজুপক্কি কান্দে সব হইয়া কাতর । ।
 কত শত চান্দবীরে বুঝাইল নারি ।
 মরা পুত্র গদে দিয়া বুকে দিল মাতি । ।

পুঝল মাসেস্ত চান্দ পুষ্পে রঝের মালা ।
 পুনবার ভাই সংগে অইলেন্ দেগা ।।
 ইষ্টমিত্র ভাই বন্ধু দেগিলেন মুখ ।
 অতি হ্রসিস্তয়ে পাসরিল দুখ ।।
 উবুদি নিকটে গিয়ে কইল তরিত্ ।
 মর সমান দুক্কি নারি নাই প্তিমিত ।
 ভাগ্য উন্দে পুনশ্চবার আসিলাম বাড়ি ।
 হাঝি হাঝি কয়ে চান্দ হইলাম জেদারানি ।।
 এই মতে কত দিন রইল হরিষে
 কত শত লুগ আইল জয়সিঙের কাছে ।।
 কত কত লুগে তারে চাইলেন বিয়া ।
 এই কন্যা জন্মিয়াছে ফুলচান লাগিয়া ।।
 পত্র লয়ে লাপবাদিয়ে চলিল তখন ।
 উপনিস্ত হৈল গিয়া ফুলচান গুচর ।।
 জয়সিঙের ঘরে আছে চান্দবী সুন্দরি ।
 রূপে গুণে সুলক্ষণে (তার) সমান নাইক্য কামেনি ।।
 নানান মত রূপ তারে লাপবাদিয়া কয় ।
 এই কন্যা বিয়া কর যদি মনে লয় ।।
 লাপবাদির মুক্কে যদি গুনিল বচন ।
 সাত কুড়ি তাগা লয়া করিল গমন ।।
 লাপবাদিরে সংগে লয়া আসিল (সত্বর) ।
 সাত কুরি তাগা দিল জয়সিঙ গুচর ।।
 এই মতে চান্দবী যদি বিবাহ অইল ।
 নানান উৎসব করি ঘরে চলি আইল ।।
 এই মতে তারা যদি আনন্দ অপার ।
 মন সুগে গঙাইল কি কহিব আর ।।
 মাগল' মাসেস্ত চান্দ পুরায় বারমাস ।
 তবে সে পুরাই জান দুক্কিনির আশ ।।
 শশিরে পাইয়া যেন চন্দ্রের প্রকাশ ।
 এই মতে দুই জনের মনেতে উল্লাস ।।

এই মতে তারা যদি মিলন অইল ।
আনন্দ উৎসব করি জনম গঙাইল ।।
শুনরেই রমণিগণ সেই সব বাখানি ।
এই মতে দুৰ্দ্ধ পায় চাগৈরেই বিচারি ।।
মনরে বান্দিয়া রাখ তনে রসের সনে ।
এই কর্ম করিলে জান দুৰ্দ্ধ পায় মনে ।।
শুনরেই রমণিগণ করিয়া বিচার ।
কদান্চিত না করিবা এই মত বেভহার ।।

[চান্দবী বারমাস অইল সমাপ্ত]

গিত ভাঙি গিত জরায় শ্রি ধর্মধন পন্ডিত ।
।। চান্দবীর বারমাস সাংগ ।।

-ঃ সমাপ্ত :-

চিত্রলেখা বারমাস
পুষ্পমনি

চিত্ররেখা বারমাস

।। অতঃ সুলুক ।।

[নমং আদি তুং অনাদি চরনং যথা ।।
শক্তি রূপং প্রণাময়ং তিনং কুলাং যথা ।।
মানবং মুক্‌তা অরণং (অথনং) চতুং বেদ ব্যাথা ।।
জাআরং চরনং অয়ং সর্ব চত্র যথা ।।
চিত্ররেখা পুরাণং প্রচারয়ং এবে ।।
রচিতাং পুষ্পমনি সকলাং জানিবে ।।
এসব পুরাণং পাত্যাং করিতে যথা ।।
অগ্যানং অপরাধং মার্জনং তথা ।।

।। অতঃ বারমাস আরাম্ভ ।।

আইস মাতা স্বরস্বতী মুরে দিবে বর ।।
পূরণে রচিয়া দিবে অক্ষরে অক্ষর ।।
আগে গুরু কল্পতরু সহস্র প্রণাম ।।
যার গুণে সর্ব সিদ্ধি হয়ে মনস্কাম ।।
শ্রী গুরু কমল পদে করি নমস্কার ।।
দেবদেবি বন্দম এবে শুন এগবার ।।

।। অতঃ পয়ার ।।

নম নম বন্দম মুই সর্ব মূলধার ।।
যার গুণ ধরিয়াছে এই সব সংসার ।।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিন জন ।
সৃষ্টি হেতু করিয়াছে এই তিন সৃজন ।।
তিন গুণ প্রচারিল নিজ গুণ দিয়া ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিন লাগিয়া ।।
গুণে ধরে বিষ্ণু করয়ে পালন ।
রজগুণ পায়ে ব্রহ্মা করয়ে সৃজন ।।
তম গুণে ধরে শিব করয়ে সংহার ।
ধরিয়া এই সব গুণ জগন্ত মাঝার ।।
এবে বন্দিলাম মুই এই তিন জন ।
একে একে বন্দিলাম সর্ব দেবগণ ।।
বিষ্ণুপ্রিয়া বন্দম মুই লক্ষ্মী স্বরস্বতী ।
ব্রহ্মার রমণি বন্দম সাবেত্রি গুণবতী ।
শিবের জনি বন্দম শ্রীদুর্গা চরণ ।
সহস্র প্রণাম করম সহস্রলোচন ।।
কুবের বরুণ বন্দম যম দন্ডধর ।
যার নামে কাবে সদাই জিবের অন্তর ।।
চন্দ্র সূর্য বন্দম আর নক্ষত্র সগল ।
অশ্লরা কিন্নর তার গন্দর্বের দল ।।
মুনি ঋষি বন্দম মুই গুরু বৃহস্পতি ।
ব্যাস বাল্মিকী বন্দম কবি স্রিগ্গিদি ।।
এবে মা-অ স্বরস্বতী বন্দি তব পায় ।
কঙ্কে থাগি জ্ঞানমাতা দিবেরে যোগাই ।।
ছত্রিশ রাগিনি সহ রাগ ছয় জন ।
মোর তাল আদি মুই বন্দিলুম এগন ।।
পাতালে বাসুকী বন্দম সেই সব বিস্তর ।
কালিকা তরুণ দূর পণ্ড জলধর ।।
প্রণম নাগমাতা লুটাইয়া ক্ষিতি ।

সন্যাসি তপসি বন্দম মুনিঋষি ।।
 শ্রীরাম লক্ষ্মণ বন্দম বীর হনুমান ।
 সুগ্রীব বানর আর মল্লি জাম্ববান ।।
 মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর বানর ।
 বন্দম যুবরাজ আদি ।।
 জলেতে বন্দম মুই জলে জলাং কুর ।
 বড় বড় মৎস্য হাংগর কুন্ডির ।।
 তরু গণ মধ্যে বন্দম অশ্বথ আর বট ।
 সেই গুণ চন্দন বিল্ব বৃক্ষ শতে শত ।।
 তাল তরু সহ দেবদারু শাল ।
 আমলকি হরিতকি বন্দিলাম তুমার ।।
 পারিজাত মধ্যে বন্দম পুষ্পের প্রধান ।
 এই তিন ভুবন মধ্যে যাহার বাখান ।।
 মালতি মল্লিকা জবা চম্পা নাগেশ্বর ।
 গন্ধ যুক্ত পুষ্প যত ভুবন ভিতর ।।
 অঝা গুরু বন্দম মুই সর্ব গুরু জন ।
 মাতা পিতা যেতকুর বন্দিলুম এখন ।।
 এই সব বন্দনা যদি অইল পুরন ।
 জিব সৃষ্টি কধা কিছু শুন দিয়া মন ।।
 যখনে অইল প্রভু শূন্যেতে বসন্তি ।
 জর্ম ঐতে অইল তার জলের উৎপত্তি ।।
 জলেতে দিনি ঐল ধরে গোলাকার ।
 তার মধ্যে বৃক্ষ লতা জর্মিল অপার ।।
 পজুপক্কি আদি যত নাগ আর নর ।
 বনেতে বানর ঐল জলে জলেচর ।।
 এই মতে জিব সৃষ্টি কল্য নারায়ণ ।
 চারি যুগের কথা এবে করগৈ শ্রবণ ।।
 সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই চারি যুগ ।
 যুগ ধর্ম লম্বা প্রভু করিল কৌতুক ।।
 এখনে কহিয়া দিম্মুই তার বারমাস ।

বেদ' শাস্ত্র লয়া মুই করিলুম প্রকাশ ।।
 পুরুষ রমণি আর বৃদ্ধ যুবা আদি ।
 বালক বালিকা সবে শুন কনু পাদি ।।
 কান্দরি জননি তার সর্ব লুগ জানি ।
 তার গর্ভে জনম ঐল সুধাংশু বদনি ।।
 কান্দরি জননি আর তিবুজ্যা ঐল পিতা ।
 এগনে कहिया दिन्मुই তার জর্ম কথা ।।

।। অতঃ চিত্রলেখার জর্ম ।।

যগনে হইল চিত্র পিতার মন্তুগে ।
 ব্রহ্মানালা' দিয়া ঐল জননি উদরে ।।
 প্রথম দিবস ঐল পন্ত মূলে তিধি ।
 সপ্ত দিনে সপ্ত রাত্রি (সমেরু) বসন্তি ।।
 তারপরে পন্ত নালে পাতালে পড়িল ।
 পাতালে অংকুর রূপে এক পক্ষ রৈল ।।
 রক্ত বির্য জল আর এই তিনে মিলিয়া ।
 বিম্ব রূপ ধরি পরে উদিল (ভাসিয়া) ।।
 এগ মাসে গর্ভে ছিল বিম্ব রূপ ধরি ।
 দুই মাস রৈল বিম্ব (মনিপুরে) পরি ।।
 তিন মাসে ধরিয়াছে রক্তের আকার ।
 চারি মাস' কালে ঐল রক্ত বিন্দু তার ।।
 পঞ্চ মাস কালে তার ঐল পঞ্চ প্রাণ ।
 চন্দ্র সূর্য জিনি তার সৃজিল নয়ন ।।
 ছয় মাস কালে তার (দ্যোনে) ঐল মন ।
 জননি উদরে থাগি সদায়ে চেতন ।।
 সপ্ত মাস কালে তার সপ্ত শরিল হয় ।
 আন্ত্য মাস কালে তার (আদর মকামময়) ।।
 ন মাস কালে থাগি পগা মারি চায় ।
 দশ্ মাস দশ দিন পুরাইয়া দুনিয়ায় পদায় ।।

দশ মাস দশ দিন থাগিয়া জদরে ।
 ভক্ষণ না করি কিছু কোন মতে বারে ।।
 সেই কথা কহিয়া দিমুই গুন মন দিয়া ।
 কি মতে বাড়ে শিজু কুন দ্রব্য খাইয়া ।।
 উৎপন্ন হয় শিজু হেত মুণ্ড করি ।
 ধ্যান যোগে রহিয়াছে মাতৃ নাড়ি ধরি ।।
 আপনার (কালং কুল) আপন মুখে দিয়া ।
 মাতৃ (উদরে) করে পান বায়ুকে তানিয়া ।।
 এই মতে (ছোট্ট) শিশু থাকয়ে জঠরে ।
 ব্রহ্মা মন্ত্র জবি সদাই দিনে দিনে বাড়ে ।।
 সেই দিনে মহামায়া মন্ত্র নিল হরি ।
 ভূমিতে শয়ন করে মহা মন্ত্র আরি ।।
 তখনে তুমার নাম লইবারে চায় ।
 আওআ আওআ উচ্চারণ কইল (তাহায়) ।।
 যখনে হইল চিত্র ভূমিতে শয়ন ।
 (জয় দুলাবে) উয়ে অমর ভুবন ।।
 কৈল্যাসেতে মহাদেব ভূত প্রেত লয়া ।
 দুই বাহু তুলিয়া নাচে কেলিয়া কেলিয়া ।।
 করেন্তে তুলিয়া বীণা নারদে বাজায় ।
 অঙ্গরা কিংকর আর নানান গিত গায় ।।
 অমরে আনন্দ দেখি নারদ গুচর ।
 জিজ্ঞাসা করয়ে ব্রহ্মা আসিয়া সত্বর ।।
 নারদে বলেন্ন তবে গুন পদ্মাসন ।
 যে হেতু আনন্দ ঐল অমর ভুবন ।।
 স্বর্গেতে অম্পরা এক মুনি শাপ পাইয়া ।
 জর্মিল মানব' কুলে মানবি হইয়া ।।
 চিত্র নক্ষত্র মধ্যে দিন বুধবারে ।
 দেব অংশ জনমিল তিবুজ্যার ঘরে ।।
 ঐল ঐল শব্দ হৈল করে হরুস্তল ।
 আচম্বিতে নারিগণে করে গন্ধ কুল ।।

আন আন ডাক ছাড়ি অঝাবুড়ি কয় ।
 কুন দ্রব্য আনিবারে না বলে নিচ্ছয় ।।
 যেই দ্রব্য আনিবারে কহিবারে চায় ।
 কহিতে কহিতে কথা পাসরিয়া যায় ।।
 (পশম) সামগ্রি আনে করি অনুমান ।
 তক্ষণে করিয়া দিল যে আছে বিচ্ছেদন ।।
 তিবুজ্যা খুঁড়িয়া মাদি আনিল সত্বর ।
 তপ্তশাল' করি দিল কান্দরি গুচর ।।
 লবণে (রসুন) কাটি (অস্ত্র) বানাইল ।
 সেই অস্ত্র দিয়া বুড়ি তবে জিগ্যাসিল ।।
 আজিকার বুধবারে নাড়ি কাটিবারে ।
 শুনগৈ সগল লুক জিজ্ঞাসি তুমারে ।।
 সাক্ষি লয়া অঝাবুড়ি নাড়ি কাদি দিল ।
 কি নাম রাগিব বুলি মনেতে চিন্তিল ।।
 চিত্র পাদলি যম দেগি তারে কয় ।
 চিত্ররেগা নাম তার রাখা যোগ্য হয় ।।
 চিত্র নক্ষত্র আজি হইল উদয় ।
 অতি রূপবর্তী হবে জ্যোতিষেতে কয় ।।
 যেই জন্য চিত্ররেখা নাম রাগি দিল ।
 আশিরবাদ করি সবে ঘরে চলি গেল ।।
 পত্ত জলে অঝাবুড়ি করিয়াছে সিনান ।
 জননির কোলে দিল করিল কল্যাণ ।।
 খাইবারে দিল তারে (অক্যা বান্দার) ।
 আন্জল খুলিয়া দিল মুখের মাঝার ।।
 নব ননি (কায়া) চিত্র পুরাইল মন ।
 থাগিয়া জননি কোলে করয় শয়ন ।।
 শয়নে আপন মনে হাবি হাবি উদে ।
 গাঁথিয়া গাঁথিয়া পিজি বান্দি দিল হাতে ।।
 এই মতে দিনে দিনে বাড়িতে লাগিল ।
 গণিয়া দিনের সংগে এগ পক্ষ হৈল ।।

পন্দর দিনে এগ পক্ষ ষুল চন্দ্র কলা ।
 যন্তনে পায়ে দিল গলে মুক্তা মালা ।।
 দুই পক্ষ এগমাস ত্রিশ দিনে কয় ।
 দুই মাসে এগ অনুক্ষণ রয় ।।
 ছয় ঋতু বারমাসে পুরন বছর ।
 (অউহাস্যে) কয়ে কথা শুনিতে নাগর ।।
 দুই পদ বাড়িয়া চিত্র হাদিবারে চায় ।
 পুন পুন উঠে পরে গড়াগড়ি যায় ।।
 হাতের সাহায্য যদি কুন দ্রব্য পায় ।
 নাগর (আলি) করে সদায় ।।
 নাচিয়া বেড়ায় কত লুগে তারে কোলেতে লয়ে ।
 দুই গালে চুম্বন করে গলায়ে ধরিয়ে ।।
 এনমতে যদি তার তিন বচ্ছর হৈল ।
 পিন্দন কাবর আনি পিন্দিবারে দিল ।।
 নতুন পিন্দন দিয়া তার কটি কল্য নাশ্ ।
 তার কাছে মৃগরাজ মনে পায় লাজ ।।
 বসনে ধরিয়া যুবানি নিতম্ব যুগল ।
 আচ্ছাদন করি রাগে (জমকের) তল ।।
 ক্ষণে ক্ষণে খসি পরে কটি হন্তে তার ।
 দুই হাতে ধরিয়া চিত্র পিন্দে আরবার ।।
 পরিশ্রম করি কত অইল অভ্যাস ।
 দেগিয়া পিন্দন সুদ্ধ ক্রিমি হয়ে নাশ্ ।।
 চরণে নুপুর তার কমরে ঝনঝনি ।
 থমকে থমকে চলে গজেন্দ্র গমনি ।।
 তিন (হন্ত্য) ছাড়ি পাশায় গন্দাইল ।
 বালিকা বয়স তার খেলা রসে গেল ।।
 তারপরে ক্রমে ক্রমে বাড়ি গেল কায়া ।
 কায়া সংগে রূপ বাড়ে অংগুল জিনিয়া ।।
 নতুন ডালিম্ব জিনি বারে দুই তন্ ।
 পুরুষের ভয়ে রাখে করিয়া গোপন ।।

এই মতে বার বছর আইল পুরণ ।
 আনজল আনিয়া চিত্র বান্দিল তগন ।।
 সুমেরু আচ্ছাদন নক্ষত্র পাইল ।
 পুন্নিমার চন্দ্র যেন মেঘে লুগাইল ।।
 আনজলে ঢাকিয়া যদি তার দুই তন ।
 লজ্জিত হইয়া রৈল ফিরাইয়া বদন ।।
 কেহ যদি তার পানে নিরক্ষিয়া চায় ।
 অন্য বস্ত্র আচ্ছাদনে চিবুক লুকায় ।।
 তার রূপ দেখি লুকে করয়ে বাখান ।
 পুন শশি রূপে আরে তার বিদ্যমান ।।
 তার রূপ গুণ কধা গুচয়ে সংসারে ।
 বহু দূর হৈতে আইল দেগিবারে তারে ।।
 ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য হিন্দু মুসুলমান ।
 দেগিবারে আইল তারে শুনিয়া বাখান ।।
 বার বছর গত হৈল তের নাহি পুরে ।
 বয়সের কালে রসের যুবন টলমল করে ।।
 নতুন যুবন তার সদায় উজান ।
 সইতে না পারে আর কৃষ্ণ (সুদবান) ।।
 যুবন তরংগ আর ধরন না যায় ।
 মদন সাগরে পড়ি হাবুডুবু খায় ।।
 নিরবে থাগিতে নারে হাঝি উদে মন ।
 অন্দর ভেদিয়া উদে আপনে আপন ।।
 এনমতে চোদ্দ্য বছর ঐল উপনিত্ ।
 কান্দারার সংগে চিত্র বাড়াইল পিরিত্ ।।

।। অত প্রথম যাতনার কাত্রিক মাসের বিবরণ ।।

কাত্রিগ মাসেত্ত চিত্র এমন্ ত সময় ।
দিনে দিনে ঋতুরাজ অইল উদয় ।।
নতুন বয়স কালে নানান ফুল' মন ।
পাইলে উত্তম ফুল করিব যত্তন ।।
মালতি মল্লিকা জবা চাম্ভা নাগেশ্বর ।
বনফুল কাছে পালি কে করিব তগন ।।
বাঝিয়া বাঝিয়া ফুল কল্পেত্তে পিন্দিয়া ।
চাহিয়া আপন মুখ দর্পণ ধরিয়া ।।
অপরূপ রূপরূপ ধরিয়াছে গায় ।
ভানত না হয় কিঝু ভাবিয়া তাকায় ।।
সেই সব তুলনা তার দিতে নাই ধরে মাথা ।
সংগেবে কইয়ে দিম্মুই তার রূপ কথা ।।

।। অতঃ চিত্ররেখার রূপ বন্দনা ।।

।। পয়ার ।।

দনশির ধরে যুবা জিনি এ ভুবন ।
হাসিমুকে কয়ে কধা নাসিকে বিবরণ ।।
উত্তধর ধরে যুবা (ছিদ্র) জিনিয়া ।
মুখ মন সুজিনি কিবা তাহার নাসিকা ।।
বিস্ব ফল জিনি তার (বুগ) দুই তন ।
বয়সের (ভয়ে) রাখে করিয়া গুপন ।।
নেত্রযুগ করে শোভা কাজলের রেখা ।
অম্বরে প্রকাশে যেন ইন্দ্রধনু শোভা ।।
গৃধিনির কন্ন জিনি তার দুই কান ।
মধ্যদেশ শোভা করে কেশরি সমান ।।
মস্তকে চিকুর তার দুই ভাগে এলিল ।

কদম্বিনি মধ্যে যেন সদামিনি পাইল ।।
 অজানু লম্বিত বেনি নাভি পদ্ম জিনি ।
 দন্ত পাটি কিবা তার সুধার গাঁথুনি ।।
 (কুহনদ) জিনি পদ মনুহর গতি ।
 রূপে তিরস্কার করে লক্ষ্মী স্বরস্বতী ।।
 কোগিলার সুর জিনি তার কণ্ঠস্বর ।
 (রান্দল্লে) জিনিয়া ধনি শুনিতে মধুর ।।
 অংগের সৌরভ জিনি পারিজাত গন্ধ ।
 যৌবন বিস্তার করে যায় মন্দ মন্দ ।।
 পাইলে সেই সব গান ধায় মধুকর ।
 ঝাঙ্গে ঝাঙ্গে উড়ে পরে গায়ের উপর ।।
 আনজল ভেন্জন করে ভমরা লাগিয়ে ।
 কে গায়ে ভমরা বিন্ণ ভেন্জন দারিয়ে ।।
 খন্জন ব্যাকুল অয় তার গতি দেগি ।
 চঞ্চল না করে পা অইয়ে এমন দুখি ।।
 মনুহর জিনি তার জিনিয়া ইংগল ।
 যার রূপ গুণ দেখি মোহিত সকল ।।

।। অতঃ অগ্রাইয়ন মাসের বিবরণ ।।

(চিত্ররেখার সহিত কান্দারার মিলন)

আগ্রন মাসেতে চিত্র সদাই রংগ মন ।
 খন্ডন না যায় কভু বিধির লিখন ।।
 কদেঙ্ক কহিব তার রূপের কথন ।
 এখনে কইয়া দিম্মুই কান্দারার মিলন ।।
 দৈব যোগে গেল চিত্র জলের কারণ ।
 সেই দিনে কান্দারার সংগে ঐল দরশন ।।
 জল ঘাটে দুই জনে যখনে মিলিল ।
 মদন বিচিত্র সুরে তগনে দংশিল ।।
 কামেতে কাতর হয় নাই সুরে বানি ।

মনে মনে ভাবে চিত্র কি হয় না জানি ।।
 ব্যাঘ্র কি ছাড়িবে কভু কুরংগ পাইলে ।
 ভমরা পাসরে কিবা মধু ভরা ফুলে ।।
 কমল না ছাড়ে (ব্যতি) পাইলে (কুন্সর্) ।
 দুধ কি রাখিতে পারে বিড়াল গুচর ।।
 পুরুষ ভমরা জাতি দিয়া নানান ফন্দি ।
 তুলিয়া ফুলের মধু করে লন্ডভন্ড ।।
 নাই রাখে ধর্মার্থ না মানে (পর্বত) ।
 নাই রাখে কুন কধা কল্যে অনুরোধ ।।
 কান্দারা কহিল এবে শুন চন্দ্র ননি ।
 আলিঙ্গন দিয়া মোর থির কর প্রাণি ।।
 কিঞ্চিৎ হাসিয়া চিত্র না দিল উত্তর ।
 মনভাব ধরি রৈল্য কান্দারা গুচর ।।
 জানিয়া মনের ভাব কান্দারা তগন ।
 গলায়ে ধরিয়া তারে দিল আলিঙ্গন ।।
 কহিতে লাগিল চিত্র জুড় হাত অয়া ।
 অন্তরে আনন্দ অয়া মুখে মিছামায়া ।।
 পুরুষের কাছে কভু না অয় বিশ্বাস ।
 চান্দবী নুয়ারামের কিছু কই ইতিহাস ।।
 নুয়ারামের সংগে চান্দ প্রেম বাড়াইল ।
 কত দিনে পরে চান্দ গর্ভবতী ঐল ।।
 লুগেতে প্রচার ঐল গর্ভ ঐল তার ।
 ছাড়িয়া পুরুষ ধর্ম করিল দরবার ।।
 মিথে সংগে সত্য লুগে কভু নাহি পারে ।
 মিথ্যাবাদী ঐল্য চান্দ রাজার দরবারে ।।
 ভুবন মোহন নামে ছিল চাকমা নরপতি ।
 মিথ্য জানি দন্ড কল্য চান্দবীর প্রতি ।।
 ক্ষেমা কর আজি মূরে ধরি তর পায় ।
 মা বাবে পাইলে তের গালি (দি)বে আমায় ।।
 এদেক বলিল যদি কান্দারা গুচর ।

হাসিয়া চিত্রের প্রতি করিল উত্তর ।।
 পুরুষের প্রতি তুর নাইক বিশ্বাস ।
 কইলে আমার কাছে নুয়ারাম ইতিহাস ।।
 সকল মানুষ নয়্য নয়্য সাধুজন ।
 সকল পর্বত মধ্যে না মিলে চন্দন ।।
 দৈত্য বংশে বাণরাজা পুরাণে আসিল ।
 উষা নামে এক কন্যা তাহার জরমিল ।।
 অনিরুদ্ধ নামে ছিল কামের তনয় ।
 গুপনে উষার সংগে কল্ল্য পরিণয় ।।
 গুপনে থাকিয়া গর্ভ ধরে তারপর ।
 দৈত্য সংগে যদু বংশ অইল সমর ।।
 সমর জিনিয়া পরে যদু কুল পতি ।
 উষারে লইয়ে গেল আপন বসন্তি ।।
 সত্য যদি উষা সম তুর গর্ভ অয় ।
 মিথ্যা না বলিল কভু জানিয় নিচ্ছয় ।।
 আজি ঐতে তুর সংগে সত্য করি পণ ।
 সাক্ষি হবে চন্দ্র সূর্য্য যত দেবগণ ।।
 পূর্বেতে করিল সত্য ভীষ্ম গুরুপতি ।
 বাপের লাগিয়া আনে মৎস্য গন্ধা সতি ।।
 সত্য করি আনি দিল শান্তনু লাগিয়া ।
 সত্যবতী নামে তার দিয়াছে রাখিয়া ।।
 ভায়ের লাগিয়া যদি বিভা এনে দিল ।
 তুষ্ট অয়া গুরুপতি তারে বর দিল ।।
 বর পেয়ে ভীষ্মদেব ইচ্ছা মৃত্যু ঐল ।
 জিবন রিয়া সত্য আপনে রাখিল ।।
 আর এক সত্য কল্ল্য দশরথ রাজন ।
 সত্য লাগি নিজ পুত্র রামে দিল বন ।।
 শ্রীরাম লাগিয়া রাজা তেজিল জিবন ।
 সত্য পালি গেল রাজা বৈকুণ্ঠ ভুবন ।।
 সত্য সত্য আজি সত্য মুই করি সার ।

অবশ্য পালন সত্য অইবে আমার । ।
এদেক্ শুনিয়া চিত্র হেত কল্য মাথা ।
লজ্জায়ে বদনে আর নাই সরে কধা । ।
হাতেতে ধরিয়া পুন তুলিলেক্ কুলে ।
শত শত চুম্ব দিল বদন কমলে । ।

।। অতঃ সংক্ষেবে রঅস্য ।।

নয়নে নয়ন দিয়ে বদনে বদন ।
অধরে অধর দিয়া মধু করে পান । ।
অংগে অংগে সুরংগে সিন্দুর বিরাজিত্ ।
বারিত সমিপে যেন বান্দয়া তরিত্ । ।
হরিষ অইয়া দুয়ে করয়ে রমণ ।
প্রিজরাজ সংগে যেন সিংগিকা নন্দন । ।
নতুন কমল মধ্যে পড়িয়া ভমরা ।
দংশিয়া ফুলের রেণু মধু কল্য সারা । ।
গুছায়ে মদন দর্প উদিল যখন ।
পুনবার ধরি তারে দিল আলিঙ্গন । ।
জলেতে লামিয়ে দুয়ে করিলেক্ সিনান ।
কুলেতে উদিয়ে গেল যার যেই থান । ।
ঘরেতে আসিয়া চিত্র চিত্তে সর্ব ক্ষণ ।
জানিনা ললাটে মুর কি আছে লিখন । ।
পঞ্চ দিন ঋতুবতী আছে তার গায় ।
মনে মনে ভাবে চিত্র যা করে গসাই । ।
সেই দিন মধ্য যদি গর্ভ ঐল তার ।
গর্ভের লক্ষণ এবে শুনগৈ তাহার । ।

।। গর্ভে লক্ষণ বন্না ।।

দিনে দিনে তার গর্ভ বাড়িতে লাগিল ।
কৃষ্ণ বন্না মুক্ক তার হইয়া উঠিল ।।
অলস হইয়া অংগ সদাই কম্পিত ।
উঠিতে বসিতে শক্তি না অয় তরিত ।।
ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস অনুক্ষণ বয় ।
নাই রুজে অনুজল ক্ষুধা মন্দ হয় ।।
বিজলির সম দেগে দুই চক্রে তার ।
সর্ব লক্ষণ তার জরের আকার ।।
ভোজন করিতে সদাই লাগয়ে দুর্গন্দ ।
অনুক্ষণ নিদ্রা যায় দিয়ে নানান ফন্দি ।।
তার মাতাই জিজ্ঞাসিল সেই সব দেখিয়া ।
দিনে দিনে ক্ষীণ দেগি কেন তুর কায়া ।।
কোন রোগ অইয়াছে তুমার শরিলে ।
এন গতি ঐল কেন বলগৈ আমারে ।।
কর জুরে অয়ে চিত্র কইতে লাগিল ।
অশুভ বৃত্তান্ত মায়েরে করিল ।।
চিত্ররেখা' মুক্খে শুনি এই সব বচন ।
কহিতে লাগিল তারে ত্রুদ্ব অয়া মন ।।
নিচ্ছয়ে জানিলুম মুই বালকল্য কাম ।
এইবারে ডুবাইয়া দিলে মাবাবের নাম ।।
তুর বাপে শুদ্ধ পুরুষ ধরিল ঔরষে ।
রাখিলে কলংগ কধা জগন্ত মাঝারে ।।
যদি বা মরিতে তুই মুর গর্ভে থাকি ।
মাদি দিধ তুর বাবে ইষ্ট মিত্র ডাকি ।।
না শুনিয়া এন কধা মুই যদি মুরিতুম ।
তুমার মরণ কিবা দুই কানে শুনিতুম ।।
লুগের সমাজে মুর পুরাইলে মুখ ।
হাসিবে সগল শত্রু বাড়ায়ৈ কৌতুক ।।
এই সগল কধা যদি তুর বাবে শুনে ।

নিচ্ছয় কইলুম তুরে বধিবে পরাণে ।।
সত্য করি বল মুরে গৰ্ভ ঐল কার ।
নতুণ মরণ জানিবা নিচ্ছয়ে তুমার ।।
ভয়েন্তে আকুল চিত্র জুড়িল ক্রন্দন ।
লাচারির ছন্দে কয় সব বিবরণ ।।

।। অতঃ লাচারি ।।

দুই হাত জুড় করি মায়ের চরণ ধরি
কয়ে চিত্র করুণ বচন ।
অপরাধ ক্ষেম মাতা কইব সগল কথা
শুন মাতা করি নিবেদন ।।
পূর্ব জর্মে মুই নারি কত কত পাপ করি
জর্মিলাম তুমার উদরে ।।
জানিয়া করিলে পাপ শেষে পায় মনস্তাপ
পাব' লাগি সর্ব জিব মরে ।।
দ্রৌপতি পাঞ্জাল সুতা ছিল অতি পতিব্রতা
স্বামি সংগে স্বর্গেতে গমন ।
ইহ জর্মে পাপ' ফলে দুক্খে গেল
শেষি (তাহার) মরণ ।।
পঞ্চ স্বামি ছিল তার আর স্বামি পুনবার
মনে মনে কন্বেরে বাঞ্চিল ।
সেই পাবে ত্যাজে প্রাণ পঞ্চস্বামি বিদ্যমান
তিন কুলে কলংগ রাগিল ।।
দ্রৌপতি তুমার লাগি অইল কলংগ ভাগি
সেই মত অইল আমার ।
নিলজ্জ পুরুষ (জাতে) পড়িলুম যুবন (জাতে)
গেল মুরে মারিয়া পাছার ।
একাকিনি পাইয়া মুরে মনের বাঞ্চা পুন করে
যেবুন (ছাড়খারে) কান্দারা আমার ।।

অনেক করিলুম বাধা না শুনিল কুন কথা
 ধরি মরে কল্যা ছারখার ।
 জানিতাম এমন কর্ম নাশিবে কুলের ধর্ম
 না যাইতুম জল আনিবারে ।
 খাইয়া ফুলের মধু উড়ে গেল ভমরা বধু
 ফিরে গেল মধু শূন্য করি ।
 না জানি কন্তেক পাপ এত পাই মনে তাপ
 নারি কুলে কলংগ রাগিলুম ।
 অনেক করিলুম দুষ ক্ষেম তোমার রোষ
 ছাড় কথা বিমুর মাঝার ।
 দশ নাল দুধ দিয়া বাড়াইলা মুর কায়া
 আর মুরে না ভাবিয়া দুখ ।
 যার যেই কর্ম লেগা অবশ্য অইবে দেগা
 কর্মফল সবে করে ভোগ ।।
 হাদে চিদে কই সে পাপ শেঝে পাই মনস্তাপ
 সেই পাব ভুগিলে যে যায় ।
 সেই সব পাবিত্ত বাণি কয়ে শ্রি পুষ্পমণি
 এবে কয়ে পয়ারে বুঝাই ।।

।। অতঃ পয়ার । পুষ্পমাসের বিবরণ ।।

পুষ্প মাসেত্ত চিত্র শিতে বয় কাল ।
 গুপনে ধরিয়া গর্ভ না অয় প্রচার ।।
 এন মতে গুপ্ত ভাবে রৈল কতদিন ।
 চিন্তাইয়া ব্যাকুল চিত্র তনু হৈল ক্ষীণ ।।
 কত দিনে তার মাতাই তিবুজ্যা নিকটে ।
 চিত্ররেগা গর্ভ কথা কয়ে জুর হাঙে ।।
 মুর নিবেদন এক শুন প্রাণনাথ ।
 ক্ষেমা করি নিবে মুর শত অপরাধ ।।
 কি কইব সেই কথা না কইলে নয় ।

চিত্ররেখা গর্ভ ধরে উদরে নিচ্ছয় ।।
 কান্দরি মুক্কে শূনি তিবুজ্যা গর্জিল ।
 জলন্ত অনলে যেন ঘৃত ঢালি দিল ।।
 ক্রোধেত্তে অস্থির অয়া ছাড়িল নিশ্বাস্ ।
 (এ বে সে) জানিলুমুই কল্যা সর্বনাশ ।।
 এত লুগে বিভা চাইল বিভা নাই দিলুম ।
 মুর মাথা খাইবারে ঘরেত্তে রাগিলুম ।।
 পালনের পশু সম এইবারে বুঝিব ।
 নতুবা কুগির লাগি বিভা তারে দিব ।।
 মুর ঘরে চিত্র রূপে জর্মিল নিচ্ছয় ।
 এন শত্রু রাগিবারে উচিস্ত না হয় ।।
 (অন্তরি) গর্ভে ধরে মরিবের লাগি ।
 কাটিয়ে ফেলিব আজি পেটে গর্ভ থাগি ।।
 কাটিয়ে তাহার মুন্ডুয়া গুচাইব দুখ ।
 কাটিয়া তাহার রক্তে জুরাইব বুক ।।
 মরণ ঐছুত কিবা বান্দিয়াছে গলে ।
 কলসি বান্দিয়া এবে ঝাম্ দিব জলে ।।
 রাগেত্তে কবালে চক্কু ঘোর দরশন ।
 সিতারে কাটিতে যেন বুধিল রাবণ ।।
 ক্রোধ কম্ভি দেখি কান্দরি তাহারে ।
 জুর হাত অয়া বলে স্বামির গুচরে ।।
 অপরাধ ক্ষেমা কর আমার লাগিয়া ।
 পদে ধরি ভিক্ষা মাগি আঞ্জল পাতিয়া ।।
 বহুত দুষ করিয়াছে পদেতে তুমার ।
 নিজ গুণে তনয়ারে রাখ একবার ।।
 করিল অনেক স্তুতি বিনয় বচনে ।
 সব ক্রোধ নিবারিল আপনার মনে ।।

।। অতঃ মাঘ মাসের বিবরণ ।।

মাগল মাসে শু চিত্র শিতে বয় হিম
ভাবিতে ভাবিতে তার তনু ঐল্য ক্ষীণ ।।
দিনে দিনে তার গর্ভ ধরিল উজান ।
থাগিতে শিউরে উদে চিন্দাগত প্রাণ ।।
যন্ত্যপি প্রচার ঐলে লুগের গুচর ।
লজ্জায়ে লজ্জিত অয় ভুবন মাঝার ।।
কত দিনে তার গর্ভ লুগে ঐল জানা ।
নগরে নগরে করে সেই সব ঘোষণা ।।
মনে মনে তার পিতাই যুক্তি করি চার ।
ডাকিয়া আনিল যদি ঘরে আপনার ।।
চননপদি অঝাবুরি সকলে বাখান ।
(বহু) অঝা মধ্য নাই তাহার সমান ।।
পরিক্ষা করিতে বুড়ি ভাল তেল লয়া ।
মন্ত্রপুত করি দিল শ্রি গুরু স্মরিয়া ।।
চন্দ্র সুয্য সাক্ষি করি আর দেবগণ ।
দশ দিক আদি করি আর এই তিন ভুবন ।
সত্য যদি উদরেতে সন্তান অইবে ।
মুর মন্ত্র গুণে তুই বাজিয়া উদিবে ।।
দুই হাতে টিবিয়া পেটে মারে পাক ।
বাজিয়া উদিল গর্ভ শুনি তার ডাক ।।
পরিক্ষা করিয়া বুড়ি জানিতে পারিল ।
নিচ্ছয় ঐয়াছে গর্ভ প্রচার করিল ।।

।। অতঃ ফাল্গুন মাসের বিবরণ ।।

ফাল্গুন মাসেও চিত্র বসন্তের কাল ।
ছাড়িতে না পারে আর গুণ্ড প্রেমজাল ।।
ধিকি ধিকি উদে মনে বসন্ত সময় ।
শুনিলে কুগিলার ডাক্ চিত্ত থির নয় ।।
দুরন্ত মদন মুরে মারিলেক শর ।
তাকিয়া আমার বুকে কৈল্য ঝরঝর ।।

।। অতঃ বসন্ত কাল ।।

আইলরেই কুগিল্যা পাখি মুর প্রাণ বাড়ি ।
শুনিয়া তুমার ডাক্ বিদরে পরাণি ।।
বস এবে সে জানিলাম তুই প্রাণ বাড়ি মুর ।
কি লাগি পাতাহ জুড়ে মদন (ঠাকুর) ।।
ঐ আইল মদন রাজা সগল জিবের বরি ।
দুরন্ত বসন্ত আয় আজ্ঞা করি ।।
আইল বসন্তে দুত্ দারুণ কোকিল ।
বিনা দুষে ঝাঁটা দিলা কেন ডাকি দিল ।।
ঐ অংগে তুমার জালা না পারি সহিতে ।
মলয় পবন আর সহায় ঐল তাতে ।।
ঐ রাধারে কইয়া আইলে প্রেমের উদাসি ।
সরল অন্তর তুর কভু নাই দুখি ।।
ঐ দূরে যাঅহ কোকিল নাই দিয় জালা ।
(গুনমণি) বিনে মুর শুধুই অন্তর কালা ।।
ঐ অইয়া আমার দুত্ত দূর দেশে গিয়া ।
প্রাণনাথে কগৈ গিয়া দুক্ক বিস্তারিয়া ।।

।। অতঃ চন্দ্রল মাসের বিবরণ ।।

চন্দ্রল মাসেও চিত্র বছরের শেষ ।
চিত্তাইয়া অইল চিত্র পাগলের বেশ ।।
গর্ভ যদি ঐল তার লুগের প্রচার ।
কারবারির কাছে গিয়া কল্যা এজাহার ।।
চিত্ররেখা মুর কন্যা গর্ভবতী ঐল ।
নজর ফেলিয়া এক নালিস করিল ।।
সভারাম কাবারি ছিল গ্রামের মাঝার ।
দিন ধার্য করি দিল পেয়ে এজাহার ।।
এগারই বৈশাখ মন্তে দি-ইত্তা সময় ।
এই মতে মগদ্দিমা দিন ধার্য অয় ।।
এই সব শুনিল যদি ধনঞ্জয় তালুকদার ।
বিভাঅ পুত্রের লাগি বরিতে তাহার ।।
মনেতে বিচারি তবে করি শুভক্ষণ ।
শুক্রর বারে পূর্ব যাত্রা জানিল তক্ষণ ।।
চলিল আপন মনে সংগে সংগি লয়া ।
চলিল বিভার লাগি মংগল গণিয়া ।।
বামেতে ভুজংগ এরে দক্ষিণে শৃগাল ।
শুক্রর বারে (ভয়ে কাটে) ডাকয়ে বিশাল ।।
নারিগণ বাদে বসি এই লুগে শিগায়া ।
জল শূন্য কলসি রাগে ঘাদেতে বসায়া ।।
তানে অগ্নিশিখা ঘোর দরশন ।
সর্বদা দক্ষিণ চক্কু করয়ে ক্রন্দন ।।
চলিল আপন মনে সংগে সংগি লয়া ।
উপনিভ ঐল গিয়া নানান দ্রব্য লয়া ।।
তিবুর্জ্যা দেখিয়া তারে করে সমাদর ।
গন্দ দ্রব্য আনে কত আসিয়া সত্বর ।।
জিজ্ঞাসা করিল তারে সবার গুচর ।
প্রভুর দেখয়ে সগল মংগল ।।

তামুক্ৰ তামুল খায়ে হ্রষিত্ত মন ।
 কইত্তে লাগিল তবে বিভার কথন ।।
 হাস্য মুক্কে কইয়ে কধা ধনঞ্জয় তালুকদার ।
 কইত্তে লাগিল পরে উদ্দেশ্য তাহার ।।
 ভিক্ষুকের মনে আশা পাইবারে ধন ।
 চাদক্কের আশা সদাই জলের কারণ ।।
 বকে (যেন) মনে আশা পাইবারে মাছ ।
 বনের হরিণির আশা নিত্য নতুন ঘাস ।।
 মুর মনের আশা করি তুর কাছে আইলাম ।
 আশা যদি পুন্ন কর সাফল্য অইলাম ।।
 তুমার তনয়ার বিভা মুর পুত্র লাগি ।
 বিলম্ব না করি দেগৈ কিছু তাগা রাখি ।।
 গায়ে গুলা সমান ঐলে না অয়ে বিলম্ব ।
 ইষ্টমিত্র নাই লাগে না লাগে কুটুম্ব ।।
 তিবুৰ্জ্যা বলিল তবে মুর কধা ছাড় ।
 ইষ্টগণ কিছু আর নাই লাগে আমার ।।
 এগামনে যদি তারে বিভা দিত্তে কৈল ।
 (আশি) তাগা (দাভা) তারে হাত্তে গণি দিল ।।
 কান্দারা পাইল যদি এই সব খবর ।
 বজ্র যেন পরে তার মস্তক উপর ।।
 বৃচ্ছিক দংশিল কিবা তার শিরে আসি ।
 আকাশ ভাংগিয়া যেন পড়ি গেল খসি ।।
 কান্দারা ক্রন্দন করে ব্যাকুল অইয়া ।
 কি করিব কোথায় যাব না পাইব বিয়া ।।
 তাহার মন্ত্রনাদাতা (কাছে) প্রসিল ।
 কান্দারা নিকত্তে গিয়া কইত্তে লাগিল ।।
 কইত্তে লাগিল তুর বুদ্ধি ঐল ভুল ।
 পুরুষ অইয়া তবে অইলে ব্যাকুল ।।
 কান্দারা পাইল যুদি এই সব উপদেশ ।
 চিত্ররেখা সংগে করি জংগলে প্রবেশ ।।

।। বৈশাখ মাসের বিবরণ ।।

বৈশাখ মাসেতে চিত্র নতুন বচ্ছর ।
গুপ্ত ভাবে ছাড়ি গেল মাবাবের ঘর ।।
নিঃশব্দে চলিল যদি জংগল কাননে ।
হিংস্র ব্যাঘ্র ভয় কভু নাই করে মনে ।।
নদানদি পার হয় নানান উপবন ।
আনন্দ অইয়া রৈল সদা তারা মন ।।
এমন সুন্দরী নাই কুন খানে ।
মনে অয় নয় কিছু মানব ভুবনে ।।
অতি উচ্চ গিরিবর যেন কৈলাশ ।
দৃষ্টি নাহি চলে যেন থেকিয়া আকাশ ।।
ঝাকে ঝাকে মৃগ পক্ষি বেড়ায় নানান রংগে ।
দিবা নিশি কেলি করে মদন তরংগে ।।
বৃক্ষ লতা রাশি রাশি পড়ি গেল ছায়া ।
মনেতে আনন্দ চিত্র সেই সব দেখিয়া ।।
নানান জাতি বৃক্ষ লতা নানান ফুল ফুটে ।
অশোক কিংশুক কত ফুটে সে বনেতে ।।
আনন্দে অইল মত্ত অলি মধু পানে ।
মুহিত অইল মন নানান ফুল ঘ্রাণে ।।
শুকসারি বাস করে থাকিয়া তথায় ।
বানর বানরি কত পালে পালে যায় ।।
ব্যাঘ্র সিংগ আদি আর নানান বনচর ।
মন সুগে কেলি করে পর্বত উবর ।।
পর্বতে থাকিয়ে বিশেষ ।
শত শত গিরি শৃঙ্গ কত কত দেশ ।।।
থানে থানে দেখি জলের (প্রপাত) ।
মহাশব্দে করি উদে যেন বজ্রঘাত ।।
দিবা নিশি বয়ে বায়ু ছয় ঋতু থাকি ।
মন' সুগে গান করে নানান (পাছু পাখি) ।।

সহস্র বছর যদি তথায় করে বাস ।
 তথাপিহ নাহি পুরে মনের অভিলাষ ।।
 থাগিয়া কদেঙ্ক দিন শৃঙ্গের মাঝার ।
 মগদিমা দিন' কধা পেয়ে সমাচার ।।
 কান্দারা কইল এবে শুন চন্দ্রমুখি ।
 মগদিমা দিন' ধায়্য কি অয় না জানি ।।
 বারই বৈশাগ' মন্তে দিন নিরুপণ ।
 থাগিতে না পারি আর করিয়া গুপন ।।
 যেই দিনে দিবে আমায় হাজির করিয়া ।
 তুর বাবে নিবে তুরে নিলামে তুলিয়া ।।
 তালুকদার পুত্র লাগি তুরে বিভা দিবে ।
 শুনি সেই সব কধা নিচ্ছয়ে জানিবে ।।
 করিল দারুণ অংগ বরই পাবিত্তা ।
 পালিবে আপন মনে কে করিবে রক্ষা ।।
 চিত্র বলে তুর লাগি মুরে নাই দিবে ।
 মরিব তুমার লাগি নিচ্ছয় জানিবে ।।
 তুমি মুর ধন জন তুমি মুর প্রাণ ।
 আর নাহি পাইব থান তুমার সমান ।।
 কইন্তে কইন্তে কধা চক্খে পরে পানি ।
 ধারে বয়া পরে সদাই ভিজয়ে মেদিনি ।।
 কান্দি কান্দি বলে চিত্র শুন প্রাণনাথ ।
 নিবেদন করি এগ তুমার সাক্ষাত ।।
 হাতের (অংগুরি) তুর এখনে খুলিয়া ।
 তুমার নিশানি এক দেগৈ পরাইয়া ।।
 লইয়া নিশানি তব যখনে রাখিব ।
 অংগুরি বান্দিয়া বুকে জিবন তেজিব ।।
 শুন শুন দেবগণ শুন দিগপাল ।
 সগলে শুনগৈ আজি প্রতিজ্ঞা আমার ।।
 বায়ু অগ্নি জল আর আকাশ ভুতল ।
 বনে থাগি শুনি সবে যত বনচর ।।

বৃক্ষলতা পশুপক্ষি কানন নিবাসি ।
 পর্বতে বসিয়া শুন যত মুনিঋষি ।।
 কান্দারা লাগিয়া বিভা বাবে নাই দিলে ।
 নিচ্ছয়ে তেজিব প্রাণ যে আছে কপালে ।।
 যার লাগি তেজি আইলুম থাগি বন্ধুগণ ।
 যার লাগি (সপে) দিলাম এই ছাড় জীবন ।।
 আঞ্জল ধরিয়া চিত্র মুছায়ে বদন ।
 চিন্তায়া বিবর্ণ ঐল সকল বয়ন ।।
 কান্দারা বলিল প্রিয়া থির কর মন ।
 সুখ দুখ চিন্তা কর সব অকারণ ।।
 এগা মনে এগা চিন্তে যেবা যারে চায় ।
 অবশ্য নিরঞ্জে তাহারে মিলায় ।।
 তুমারে ভাবনা করি সদায় থাকিব ।
 তুলিয়ে তুমার ফটো দূর' দেশে যাইব ।।
 দেশে দেশে ফটো লয়া করিব ভ্রমণ ।
 নিদ্রা গেলে বুকে রাখি জুরাইব মন ।।
 যদ্যপি দেখিলে তুরে শয়নে সপ্ননে ।
 ফটো লয়া তুর রূপ দেগিব নয়নে ।।
 নানান কথা আলাপনে পুহাইল রজনী ।
 ধরিয়া আপন মূর্তি উদে দিনমনি ।।
 এগারই বৈশাখ যদি আসিল তখন ।
 চলিল কারবারি ঘরে ভাবি নারায়ণ ।।
 হাদিন্তে না চলে পাত ধিরে ধিরে চলে ।
 নয়নে না এরে পত্ত নয়নের জলে ।।
 সালিশে চলিয়া গেল নিরানন্দ অয়া ।
 ত্রিপদির ছন্দে কহে সেই সব রচিয়া ।।

।। অতঃ ত্রিপদি ।।

বিচার কারণ ঐল কত জন
গ্রামবাসি মান্যগণ্য ।
কদেঙ্ক কারবারি আইল তরা করি ।
সালিশি বিচার জন্য ।।
পন্ডিত আপনি শ্রি পুষ্পমণি
বিচারে আইল তথায় ।
আর যত জন না যায় গণন
অনেক্‌ গুনিতে যায় ।।
সভারাম কারবারি বলে তায়ে করি
সরাসরি আসিতে বলিল ।
গুনিয়া বচন আসিল তখন
সরাসরি ভেদাইল ।।
সালাম করিতে তিবুর্জ্যা নিকণ্ডে
করিতে চলিয়া গেল ।
তিবুর্জ্যা দেখিয়া সভাণ্ডে থাকিয়া
রাগেণ্ডে উন্মাদ ঐল ।।
চাইণ্ডে না পারি অতি ক্রোধ করি
বধিণ্ডে তনয় জিবন ।
ক্রোধে (কমু খায়) দুই চক্কু ঘুরায়
যেন (সাক্ষাতে সমন) ।।
অরণ্য নিবাসি ভিষণা রাক্কসি
ভীমের হাণ্ডে যেন ঐল চুর ।।
বজ্রাঘাত দিয়া -
ইন্দ্র যেন কৈল্য নাশ ।
সমবিৎ পাইয়া তরিণ্ডে উঠিয়া
কয়ে চিত্র অর্ধ অর্ধ ভাষ ।।
যদি মংগল (চাহ) কাতিয়া ফেলাহ
অন্য পতি তবু না বরিব ।

তাগল আনিয়া হাতে তুলি দিয়া
 বলে মুরে কাটিয়া ফেলাহ ।।
 সভারামে কয় এন ভাল নয়
 তাহারে নিজে ধরিল ।
 তনয়ার প্রতি দুক্খের (আরিতি)
 তিবুর্জ্যা বলিল (পুন) ।।
 পালিয়া পুষিয়া সগল তেজিয়া
 মাবাবে করিল ভিন্ন ।
 তুমার কারণ দুখ অকারণ
 পাইলাম এতদিন ।।
 না করি আহার জননি তুমার
 কাটাইল নিশিদিন ।
 দুই চক্কু ভরিয়া নিদ্রা শূন্য অয়া
 দিবা নিশি নাই জ্ঞান ।।
 এত দুখ করি পাসরিণ্তে নারি
 পুত্র কন্যা ভাবিয়া সমান ।
 এদেক বলিয়া গেলেন উঠিয়া
 কিছু না বলিল আর ।।
 পয়ারের ছন্দে মুই (হেন) বন্দে
 এখনে রচে পয়ার ।।

।। অতঃ পয়ার ।।

তিবুর্জ্যা উদিয়া বলে শুন সভাগণ ।
 তুমার নিকণ্ডে এক মুর নিবেদন ।।
 যদ্যপি থাগয়ে দাবি তনয়া আমার ।
 নিলামে তুলিয়া আমি নিব এগবার ।।
 (মৃত পত্র) মুর কাছে কেঅ না পাইব ।
 পিতার সমান ঐলে মুক্খে লাগি খাইব ।।
 কারবারির কাছে এগ ফেলায় নজর ।

প্রণাম করিয়া বলে সভার গুচর ।।
 মুই বিভা নাই দিব কান্দারা লাগিয়া ।
 অন্য খানে দিব বিয়া নিলামে তুলিয়া ।।
 পিতার মুক্কেতে শুনি নিষ্ঠুর বচন ।
 সবার সাক্ষেতে চিত্র জুরিল ক্রন্দন ।।
 নাই মুর মাতা পিতা নাই মুর ভাই ।
 ইষ্টমিত্র বন্ধু মুর আজি কেহ নাই ।।
 সহজে অইলাম মুই মা বাবের (অরি) ।
 তজিম মুই পাবিত্ত প্রাণ গলে দিয়া দড়ি ।।
 নতুবা নিজের গলে কলসি বান্দিয়া ।
 জিবন তেজিব আজি জলে ঝাষ দিয়া ।।
 সভারাম কারবারি বলে না কান্দিও আর ।
 তমার বাবে ন দে বিয়া কি দুষ আমার ।।
 অনেক প্রকারে তারে বুঝাইতে চাইল ।
 দুই গুণ প্রবল করি কান্দিতে লাগিল ।।
 কান্দারা চলিল ঘরে কন্যা না পাইয়া ।
 মগধের রাজ যেন সমরে হারিয়া ।।
 ভানুমতি লাগি রাজা দিল সয়ম্বর ।।
 নিমন্ত্রিয়া আনাইল রাজারাজেশ্বর ।
 জরাসন্ধ মহারাজা মগধের পতি ।
 লক্ষ্য ভেদি লইবারে কন্যা ভানুমতি ।।
 লক্ষ্য স্থলে কর্ণ সহ অইল সমর ।
 পরাজিত কৈল তবে কর্ণ ধনুদর ।।
 সয়ম্বর থানে রাজা পেয়ে বড় লাজ ।
 মন' দুখে চলি গেল আপনার বাস ।।
 মণিহারা ফণি যেন জল হারামীন ।
 চন্দ্র হারা রাত্রি যেন রাহু গ্রস্থ দিন ।।
 বৎসহারা গাভি যেন পত্তহারা অলি ।
 শ্রিরাধা হারায়ে যেন ছিল বনমালি ।।
 এনমতে মগদমা অইল চুরান্ত ।

যার যেই রীতি মতে করিয়াছে দণ্ড ।।
 এই মতে মগদমাত করিল বিচার ।
 সেই দিনে শেষ ভাগে আইল তালুকদার ।।
 আইল কদেঙ্ক লোক তালুকদার সংগে ।
 নানান কথা আলাপনে প্রসংগে প্রসংগে ।।
 তাহারে দেখিয়া চিত্র পাগলেনি প্রাণ ।
 তালুকদার কাছে গিয়া জানাইল সালাম ।।
 চিত্র বলে বাভু তুমি অইলে তালুকদার ।
 না অয় এই সব বাভু উচিত্ত তুমার ।।
 পরনারি দৃষ্টি করি তুরো যোগ্য নয় ।
 ভাবিলে পরের নারি অইলাম নিচ্ছয় ।।
 সমানে সমানে নিতি অয় সবাকার ।
 আমার সমান বাভু অয় কি তুমার ।।
 ব্রাহ্মণ চন্ডাল সংগে না করে সম্বন্ধ ।
 ভাল মন্দ বিচার হয় ঐলে জ্ঞানবন্ধ ।।
 উচিত্ত না অয় কভু হেন তুরো কাছ ।
 জানিলে করিবে সবে তুরে উপহাস ।।
 না শুনিয়া কুন কথা করাইল শাসন ।
 পরাইয়া দিলা তারে নানান্ অভরণ ।।
 নতুন পিন্দন দিল পিনিবার লাগি ।
 মন্তগ' কুন্তল মধ্যে দিল (-) ।।
 বাহুতে বলয় তার দুই হাতে বালা ।
 তাগা সংগে গাঁথি দিল যন্তনে মালা ।।
 যন্তনে পরায়া দিল গলে চন্দ্রহার ।
 অংগুরি পরায়া দিল অংগুলে তাহার ।।
 পায়ে খারু পায়ে দিয়া করিল সাজন ।
 সবার সাক্ষাতে চিত্র জুরিল ক্রন্দন ।।
 অনেক বিলম্ব করে ফুকারি ফুকারি ।
 এখনে কইয়া দিম্মুই রচিয়া লাচারি ।।

।। অতঃ লাচারি ।।

নানান মত অলংকারে সাজন করিল তারে
লয়া গেল সকলে মিলিয়া ।
যেথাকুর আদি সবে সংগে চলে সভান্তরে
চলে চিত্র কান্দিয়া কান্দিয়া ।।
মনে ভাবে মুর আশ বিধি ঐল সর্বনাশ
আর কি করিব (এখন) ।
গলা সংগে বেত দিয়া নিচ্ছয়ে বড়শি বিদিয়া
তবু মুরে করিব কৈল্যান ।।
নতুবা কহিলুম মার প্রাণ ত্যাজি একবার
নেত্র সংগে রিতু করি পান ।।
(বিয় সুদ) বান্দি গলে লামিয়া (যমুণা) জলে
কিন্মা মুই ত্যাজিব প্রাণ ।।
অতি ধীরে চলি যায় চক্কু জলে বুক্কুয়া বায়
অন্ধ যেন পথ হারাইয়া ।
তালুকদার নিজ থানে উদ্ধারিল ততক্ষণে
নববধূ মংগল লইয়া ।।
পুরাবাসি অগণন করিয়াছে নিমন্ত্ৰণ
বৃদ্ধ যুবা বালক্ক বালিকা ।
নব বধূ সংগে ঘর লইয়া বাসর ঘর
রিতি মতে করিবারে (বিয়া) ।।
যত বার তারে সর্ব লুগে মানা করে
নব বধূ গৰ্ভিতা যখন ।
নারি পুরুষ দুই কয় পেতে গৰ্ভ এগ অয়
এই তিনে না করে জদন ।।
তিনে তিনে কার্জ করা বিধি বলে (বিধিতারা)
তিনে কর্ম কভু ভাল নয় ।
তিন তল মিশাইয়ে ততক্ষণে অনল জালায়ে
তিনের দুষ ছাড়িবে দেয়ায় ।।
তিন পদ ভূমি দানে নারায়ণ বিদ্যামানে

দিয়া বলি সংকেত করিয়া ।
 স্বৰ্গ বাঞ্চা গরি মনে বলিরাজা ভূমি দানে
 তিন দুশে পাদালেণ্ডে গেল ।।
 তিন রমণি যার হাওের-জু সদাই তার
 মরিবারে গলায়ে বান্দায় ।
 বায়ু পিঅ তব ঐলে বাজেনাদ নত্বারি অইলে
 মরিয়া পিতৃ দুশ লাগিয়া ।।
 জদন না দিয়া তারে চুমুলাংগ করিবারে
 অঝা আনে করি অগ্রগণ্য ।
 দুঝাকন্তা নাম ধরে অঝাগ্রি কর্ম করে
 তারে সবে করি আনে মান্য ।।
 নানান দ্রব্য নিয়ে (অঝা) ততক্ষণে বসায় পুজা
 চুমুলাংগে কৈল্য (আয়োজন) ।
 ইষ্ট দেব পুজিবারে নানান মত (উপহারে)
 লয়ে দিল করিয়া (সাজন) ।।
 অঝা বলে ডাগ গিয়া নমস্কার কর গিয়া
 নববধু জামাই-ই সহিত্ ।
 নমস্কার করিবারে নব বধু জুড়ে আনে
 বৈসে চিত্র পুজা করি পিঠ ।।
 পশ্চাতে করিয়া পুজা জুড় করি দুই (বাজা)
 কান্দে চিত্র দুই পাহ বাড়াই ।
 কায়মনে মাগে বর্ (ইষ্ট দেবতা)- দেব সদাগর
 মন' বান্জা পুরাহ আমার ।
 বিপদ সাগরে পার যদি কর (মোরে)
 নিত্য পদে পুজিব তুমার ।।
 বাজায় সাজায় ধ্বজা ভাল দান দিল পুজা
 এগে এগে পুজিল সগল ।
 (ধঝাকন্তা) অঝায় কয় কেজান পাগ পুজা অয়
 চিত্ত পাগ রইল কেবল ।।
 থাগিত করিয়া পুজা লুগ' সংগে বসি অঝা
 কয়া দিল রচিয়া পয়ার ।।

।। অতঃ পয়ার ।।

দুঝাকত্তা বলে মুরে যদি পাইলে অঝা ।
পুন বার দিতে অবে করি চিত্ত পূজা ।।
পূজার সামগ্রি লয়া আনিল তখন ।
মইষের মাংস দিয়া করিলা পূজন ।।
বিভার কুশল সব পূজা মন্ডে চাইল ।
ভাল মন্দ দেখি অঝা কিছু না বলিল ।।
এন মতে ইষ্ট দেব করিল পূজন ।
সকল বসিয়া পরে করিল ভূজন ।।
শিগিয়া অঝার প্রতি সগলে জিজ্ঞাসে ।
বিস্তারিয়া পূজার কথা কগৈ-ত বিশেষে ।।
অঝাই বুলে শুন শুন পূজার কথন ।
ভাল মন্দ কয়ে দিম্মুই সব বিবরণ ।।
প্রভুমে পূজিলাম ঈষত আগ'পত্র লয়া ।
সর্ব দেব সাক্ষি করি বাজায়া বাজায়া ।।
ধরিয়া আগের পত্র হাতে দিলাম বাড়া ।
দেগিলাম পূজা সংগে নারি না রয় জড়া ।।
পুনঃ পুনঃ আগপত্র ফেলি বারে বার ।
ইষ্ট মাতা পরমেশ্বর দেগিলুম বেজার ।।
কি কইব সংবাদ কথা মংগলে দেগিলে ।
বিপরিত্ত সংবাদ দেখি মুক্কে (হাসি) দিলে ।।
তারপরে বদা লয়া চাইলাম মংগল ।
তারপরে কই দিলাম না দেগি (কুশল) ।।
দুই (চংকু) দিয়া অঝা হাঝি হাঝি বলে ।
পুনঃ মেলা খেতে পাব (লিখিলে) কবালে ।।
সগলে শুনিয়া তারে সাধু সাধু কয় ।
পুনঃ মেলা খেতে পেলে অইব প্রত্যয় ।।
ভোজন করি সবে আনন্দিত্ত মন ।
তামুক তামুল কত করিল ভক্ষণ ।।
এই মতে বিভা কার্য করি সমাধান ।
সগলে চলিয়ে গেল যার যেই থান ।।

।। জেস্তু মাসের বিবরণ ।।

জেত্রল মাসেস্ত চিত্র রদে ঝিগিমিগি ।
মনে করে মরি যাইতুম অনাহারে থাগি ।।
শাশুরি নন্দিনি কত ভুলাইতে তারে ।
সুধা সম মুক্খে করে গরল উগরে ।।
কান্দারা ভাবনা মনে সদায়ে রূপসি ।
জল আনিবারে গেল লইয়া কলসি ।।
কলসি ভরিয়া চিত্র কুলেণ্ডে এরিল ।
জুর হাত হয় চিত্র তপ আরস্তিল ।।
কৃষ্ণ পদে বজম্ মাতা অইয়া তুমার ।
স্বর্গেণ্ডে মন্দাকিনি নাম অইল প্রচার ।।
তুর লাগি ভগিরথ করিল তবন ।
তবে তুষ্ট হয় মাতা দিলে দরশন ।।
মহেশ্বরে লয়ে তুরে মণ্ডগে আছিল ।
(ভগিরথী) নাম মাতা তুমারে রাখিল ।।
পাদালে (জাহবি) গংগা অইল প্রচার ।
সগরের বংশ মাতা করিলে উদ্ধার ।।
ভগিরথ বাঞ্চা পুন করিলে যগন ।
পতিতপাবনি নাম করিলে ধারণ ।।
পতিতপাবনি গংগা সহস্র প্রণাম ।
সর্ব স্রিষ্টি ঐতে মাতা তুমারে বাখান ।।
আমার মানসপতি যদ্যপি অইলে ।
শত শত ভক্তি দিব তুমাদের কুলে ।।
আমার মানস এই শুনগৈ যমুনা ।
আর কি কইণ্ডে পারি তুমার তুলনা ।।
ধরিয়া কলসি গলে কক্খেণ্ডে তুলিল ।
রাজহংস গতি জিনি ঘরে চলি গেল ।।
তাহার বিলম্ব দেখি শাশুড়ি জিজ্ঞাসে ।
অইলে বিলম্ব মাতা তুমি কুন কাজে ।।

যেএতু বিলম্ব মাতা শুন ঠাকুরানি ।
কইন্তে সেই সব কথা বিদরে পরানি ।।
কলসি ভরিয়া মুই এরিলাম কুলে ।
সিনান করিবারে মুই লামিলাম জলে ।।
খুলি আমার বেনি ঝারিবার লাগি ।
আচম্বিতে পরি গেল মুর চূলে থাকি ।।
বহুত ক্ষণ বিচাড়িয়া জলেতে পরিলাম ।
সেই কারণ (চাগৈ) মাতা বিলম্ব অইলাম ।

।। অতঃ আঝার মাসের বিবরণ ।।

আঝার মাসেস্ত চিত্র বারিঝা প্রবল ।
শরতের ঋতু বয়ে ফুটে বিল দল ।।
(ডাহুক) দাগিছে সদাই জলেতে থাকিয়া ।
ঝাকে ঝাকে উড়ে পড়ে আনন্দ অইয়া ।।
রাজহংস উড়ে পড়ে নবিন পাখি দেখি ।
থাকিয়া গভির বনে ডাকে নানান পাখি ।।
ধরিয়ে পল্লব গাথা ফুটে নানান ফুল ।
মধু লুভে (মণ্ড) ঐয়া ধায় অলিকুল ।।
দেখিয়া জলের কির্তি চাতক উল্লাস ।
শিখিগণ নৃত্য করে থাকি বনমাঝ ।।
এমন সময় চিত্র থাকি অন্তপুরে
দিবা নিশি কান্দন করে দুক্কিত অন্তরে ।।

।। অতঃ চিত্ররেখার আক্ষেপ ।।

নাগর মুই এগা থাগি ঘুমে না ধরে
আমারে পিরিতি ছলে প্রেম রশি দিয়া গলে
প্রেম সাগরে ডুবাইলে আমায় ।
নানান মত ফন্দি করি (মনমজ্যা) বুকে ধরি
দিলে মুরে কলংগ বাড়াই ।।
কান্দারা নামের গুণে কান্দাইলে রাত্রি দিনে
বলে চিত্র মনের বিষাদে ।
পশ্চাতে না করি মনে প্রেম করিলাম তুমার সনে
যৈবুন ধালি দিলাম জলেতে ।।
যেমন দুক্কিনি রাধা কৃষ্ণ লাগি কান্দে সদা
গিয়াছে মথুরায় ।
সাধিয়া মনের কাজ উড়ে গেল ভৃংগরাজ
আপন মনে রৈল মধু খায় ।।
আমার মনের আগুন শাওড়ি জালায় দুই গুণ
দিবা নিশি মুর পাছে ফিরে ।
(বিরকা) চিত্রের লাগি কয়ে শ্রি পুষ্পমণি ।
প্রচারিল সবার গুচরে ।।

।। পয়ার ।।

তারাপতি (বিদা) ছিল সেই মুহাজন ।
তাহার সেবক পিতা সে করে ভুক্যন ।।
তার রিপুপতি সুত দরি সরা মন ।
বিন্দিয়া আমার বুকে কল্য ঝরতঝর ।।
সিকিপতি তার তোরি (সখার) সময় ।
কুন যাবুনার সুতার সুতবার তরে তয় ।।
আর কি সইতে পারি তার অপমান ।
কি লাগি রাখিব আর এই ছার পরাণ ।।

শ্রাবণ মাসে শু চিত্র রান্দালের ডাকে ।
 দিবা নিশি কান্না করে পড়িয়ে বিপাগে ।।
 অন্তরে ভাবিয়া চিত্র মনে কল্য সার ।
 দেবানের ঘরে আমি যাব এগবার ।।
 তালুকদার গ্রামে আছিল মাস্টর ।
 বালক বালিকা লয়া পরাইল বিস্তর ।।
 ত্রিপুত্র সংগে করি গ্রামের মাঝার ।
 বহুত দিন রাখিয়াছে নিজে তালুকদার ।।
 মাস্টর রমণি আর মাস্টরের জনি ।
 চিত্ররেখা সংগে গেল আনিবারে পানি ।।
 চিত্ররেখা বলে শুন আমার বচন ।
 মল ত্যাগ করি বছর আমি যাইয এখন ।।
 ছলনা করিয়া চিত্র ধিরে ধিরে যায় ।
 বহু দূরে গিয়ে পুন ফিরি ফিরি চায় ।।
 ক্রমে ক্রমে জংগলেণ্ডে করিল প্রবেশ ।
 দেখিতে দেখিতে চিত্র ঐল নিরুদ্দেশ ।।
 অনেক বিলম্ব দেখি মাস্টর' রমণি ।
 জিজ্ঞাসে শাশুড়ি আগে অয়ে জুড় পনি ।।
 তালুকদার পুত্রবধু ফিরে না আসিল ।
 এন মতে লয়া মরে পলাইয়ে গেল ।।
 শাশুড়ি বলিল তারে চিদা কর কিসে ।
 বহুত দূর গেল বুঝি তুর মুর লাজে ।।
 অইয়া পাহাড়ি মেয়ে পাহাড়ে করে বাস ।
 সেই কারণে কগৈ মাতা তাণ্ডে করে লাজ ।।
 তাহাতুন নববধু লজ্জা যুক্ত অয়া ।
 থাকিয়া ক্ষণেক পরে আসিব চলিয়া ।।
 থাগিণ্ডে থাগিণ্ডে ঐল্য বেলা অবসান ।
 আগত হইল সন্ধ্যা দেখি বিদ্যমান ।।
 অনেক থাগিয়া তবু ফিরে না আসিল ।
 সত্বরে আসিয়া ঘরে তগন জানাইল ।।

উর্দ্ধশ্বাসে কয়া বাস্তা গ্রামের মাঝার ।
 আনিল অনেক লোক দিয়া সমাচার ।।
 কেহ (বলে) দুষ্ট মেয়ে কুথায় হারিয়ে গেল ।
 আনিব ধরিয়া তারে সবে চল মিলি চল ।।
 কেহ বলে আজি তারে সামনে পাইলে ।
 দুই হাতে মারিব কিন্ন ধরি তার চুলে ।।
 চুয়ার চাবর মারি (কাটাইব) কাল্ ।
 ঘৃষি গুঁতা দিয়া তারে ভাংগি দিব গাল্ ।।
 রাগেতে উম্মাদ হয় বলে তালুকদার ।
 বান্দিয়ে রাগিব ঘরে পাইলে এইবার ।।
 সগলে মিলিয়া পরে বুদ্ধি করি মনে ।
 অনেক তদন্ত ঐল নাই কুন খানে ।।
 এন মতে যদি তারা না পাইল খবর ।
 গুপ্ত ভাবে চলি গেল দেবানের ঘর ।।
 (হরিনায়) দেবান' ভাই শান্তশীল আছিল ।
 জুর হাত' অয়া তার চরণে পড়িল ।।
 তার প্রতি শান্তশীলে ঘন ঘন চায় ।
 মধুর বচনে বাভু জিজ্ঞাসে তাহায় ।।
 কি (কারণে) তুই আইলে মুর কাছে ।
 কগৈ সত্য বিস্তারিয়া যদি মনে আসে ।।
 পুনবার প্রণামিয়া মধুর বচনে ।
 কইন্তে লাগিল চিত্র ধরিয়া চরণে ।।
 বিচারে পণ্ডিত বাভু তুমি পুন্যবান ।
 বহুত পুন্য ফলে বাভু অইলে দেবান ।।
 গুপনে ধরিলাম গর্ভ কান্দারার ঔরষে ।।
 মার্জনা করিবে বাভু বলি তব কাছে ।
 পাইয়া রবির তাপ আসিলাম তুমার কাছে ।।
 তার পরে যুক্তি করি মা বাব ত্যাজিয়া ।
 জংগলে প্রবেশ করি দুই জনে মিলিয়া ।।
 সালিশে আনিয়া তবে করিল বিচার ।

নিলামে তুলিয়ে মুরে আনে তালুকদার ।।
 তালুকদার পুত্র লাগি মুরে বিভা দিল ।
 ঘরেতে আনিয়া মুরে বহুত কষ্ট দিল ।।
 সর্বদা নিষ্ঠ ভাবে করয়ে পিরন ।
 থাগিতে না পারি বাভু লইলাম সরণ ।।
 যদ্যপি আপন মনে না অয় বিশ্বাস ।
 চায়ে দেখ মুর অংগে যতেক্ আঘাত ।।
 এত বলি বস্ত্র খুলি দেগাইতে চায় ।
 দেবানে লজ্জিত অয়া বদন ফিরায় ।।
 সত্য মিথ্যা যদি বাভু করিবে বিচার ।
 সাক্ষি লয়া মুর কাছে চাহ্ এগবার ।।
 আইলাম গংগা জলে করিবারে সিনান ।
 ভাবিলে গংগার তুল্য অইলে দেবান ।।
 প্রসন্ন রবির তাপে মুর তনু জলে ।
 রাখিবারে প্রাণি মুর বটবৃক্ষ মুলে ।।
 থাকিয়া বটের মুলে মুর প্রাণ যাবে ।
 বটের কলংগ বাভু নিচ্ছয়ে রহিবে ।।
 (মুই কি করি) আজি শান্তশীলে কয় ।
 ফিরে যাহ্ একবার শাশুড়ি আলায় ।।
 আমি কি করিব আর তুমার বিচার ।
 শাশুড়ি তুমার ঐল নিজে তালুকদার ।।
 তার কাছে গেলে তুর বিচার করিবে ।
 সত্যবাদি জিতেন্দ্রিয় নিচ্ছয় জানিবে
 চিত্র বলে যদি বাভু পুন ঘরে যাই ।
 নিশ্চয় মারিয়া বাভু ফেলিবে আমায় ।।
 এখন আপন' হাতে মারিয়া ফেলাহ্ ।
 মরিলে তুমার হাতে সর্গবাসি হব ।।
 অন্য জন হাতে যদি আমারে মারিবে ।
 নারিহত্যা বধভাগি আপনি অইবে ।।
 অনেক বুঝাইল তারে নানান প্রকারে ।

পুন্ন বার পাঠাইল আপর্নপতি ঘরে ।।
 শাশুড়ি দেখিয়া তারে বলে কুধু বাস্ ।
 পুন্ন ঘরে ফিরি আইলে নাই তুর লাজ ।।
 এত যতন করি তবু ফেলিয়া আমায় ।
 বেশ্যা গিরি করি আইলে কুন দেশে যায় ।।
 জর্মিয়ে মানব কুলে লজ্জা না চিনিলে ।
 নিলজ্জ রমণি তুই কি লাগি আইলে ।।
 কাল সর্পে পায়ে তুরে মারিয়া ফেলিত ।
 সগল পাবের ফল দূর দেশে যাইত ।।
 গর্ভে থাকিয়া যদি তুর অইত মরণ ।
 এই সব পাবের মধ্য অইতে মুচন ।।
 সইত্তে না পারি আর বাড়ি লয়া হাতে ।
 ঘন ঘর মারে বাড়ি উঠিয়া তরিতে ।।
 প্রহারে ব্যথিত চিত্র বলিত্তে লাগিল ।
 আমারে আনিত্তে তুরে কেবা যুক্তি দিল ।।
 কূলে রহ লক্ষ্মী মুর অইল প্রচার ।
 তাত্তন গর্ভ ছিল উদরে আমার ।।
 এই সব (কেন) মুর না শুনিলে কিসে ।
 সগল জানিয়া তুই আনিলে কেমনে ।।
 জানিয়া করিলে পাপ দুই গুণ দুর্গতি ।
 নিচ্ছয় জানিবে তুই আছে ধর্মমতি ।।
 পাবিত্ত বলিয়া তুই বল বারেবার ।
 কত পাব লাগিয়াছে না জান তুমার ।।
 আপনে আপন' দুষ করি আছ গুপন ।
 তদাপি সবেৰ কাছে অয় সাধুজন ।
 আপনে আপন দুষ না দেখ নয়নে ।
 নির্দুষি বলিয়া তুই করিয়াছ মনে ।।
 যার যেই গালি পারে গালাগালি কর্ণ্য ।
 বাহুল্য কারণে সব লেগা নাই গেল ।।

।। অতঃ ভাদ্র মাসের বিবরণ ।।

ভাদ্র মাসে শু চিত্র খন্ডজনের দল ।
মনের আনন্দ অয়া বিরাজে কেবল ।।
মনের বিনয়ে অয়া চিত্র গুণবতী ।
সম্বর অ শুভ বাসে যেন রৈল রতি ।।
কামের রমণি রতি রাগিল সম্বর ।
গুপ্ত ভাবে (ভাজ্যা) রূপে রাখিল ননির ঘর ।।
পরেতে প্রদুন্ন জানি সম্বর রূপ দিয়া ।
লইল আপন (ভাজ্যা) যুদ্ধে পরাজিয়া ।।
শুনিয়া চিত্রের দুঃখ হিনাঙ্কয় তালুকদার ।
অইল অনেক দয়া চিন্তাইয়া তার ।।
ডাকিয়া অনুজ ভাই সত্বরে আনিল ।
প্রভুত বচনে তারে কইত্তে লাগিল ।।
আনিয়া পরের নারি অনুষিত করিল ।
কেমনে রাখিবে তুই পুত্রের লাগিয়া ।।
কুরু বংশে (চুরামণি) ভীষ্ম নাম ধরে ।
মহাকীর্তি রাখি গেল ভুবন মাঝারে ।।
অম্বা নামে ছিল এগ কাশিরাজ' কন্যা ।
সয়ম্বর অইত্তে করি (বের অন্যায়) ।।
বিচিত্র বীর্যরে অম্বা না করি বরণ ।
জলে ঝাম্ব দিয়া কন্যা ত্যজিল জীবন ।।
জর্মিল ভীষ্মর অরি (দ্রুপদ) তনয় ।
রাখিল তাহার নাম শিখন্ডি দুর্জয় ।।
অন্যায় কাজ করেছিল গংগার নন্দন ।
ইচ্ছা মৃত্যু অয়া তবু অইল মরণ ।।
না কর অন্যায় কার্য্য ধর্মের বিরোধি ।
অধর্ম হইলে পরে ধর্মের বিবাদি ।।
অগ্রজের কথা শুনি দিল সমাচার ।
এথায়ে তিবুর্জ্যা যদি পাইল সেই খবর ।।

বিলম্ব না করি কিছু আসিল সত্বর ।
 তিবুর্জ্যার প্রতি বলে ধনঞ্জয় তালুকদার ।।
 আপন লইয়া যাহ তনয়া তুমার ।
 আনিয়া চিত্রে তবে বাবের হাতে দিল ।
 লইয়া আপন' বাসে সত্বরে চলিল ।।
 মৃত্যু পুত্র সন্জিবনে জননি (উল্লাস)
 জনমের কীর্তি যেন পাইল কৈলাশ ।।
 আনন্দ অইয়া চিত্র বাবের ঘরে আইল ।
 ধন্য ধন্য বলি তারে সবে বাখান কৈল ।।

।। অতঃ আখিন মাসের বিবরণ ।।

আখিন মাসেতে চিত্র পুরায় বারমাস ।
 অবশ্য বিধিয়ে তারে পুরাইবে আশ ।।
 মা বাবের ঘরে চিত্র থাকি কত দিন ।
 বাবের যন্ত্রণা লাগি বদন মলিন ।।
 দিনে দিনে বাড়ি গেল গর্ভের যন্ত্রণা ।
 সহন না যায় আর সেই সব বেদনা ।।
 শুল্কল পক্ষে সপ্তমিতে দিন শুল্কর বার ।
 প্রসব অইল গর্ভ সুলক্ষণ তার ।।
 কান্দারা জননি তার নাড় কাদি দিল ।
 বনলতা বলি নাম তাহারে রাখিল ।।
 বনেতে জনম হেতু এই অনুসারে ।
 মনেতে ভাবিয়া নাম রাখি দিল তারে ।।
 ননির পতুল শিশু বারে ননি কায় ।
 কিছু দুষ্ক নাই জানে মায়ের (কুপায়)
 এমতে দিনে দিনে বাড়িতে লাগিল ।
 তার মুষ্ক দরশনে দুঃখ পাসরিল ।।
 কান্দারা জনক পরে বুদ্ধি করি মনে ।
 ডাকিয়া আনিল তার ভাই বন্ধুগণে ।।

আসিল জেন্দস্য্য নাম সগল অগ্রজ ।
 কইত্তে লাগিল কিছু বচন চরন । ।
 সুকার্য্য হেলায় করা নহে অনুচিত ।
 রাজনিতি কথা কহি শুল্লগৈ নিচ্ছিত । ।
 যেই দিনে পরে রাবণ শ্রিরামের বাণে ।
 রাজনিতি শুনে রাম রাবণার মুখে । ।
 রাজা বলে শুন রাম রাজনিতি কথা ।
 সুকার্য্য করিত্তে মনে না ভাবিয়া বৃথা । ।
 স্বর্গে সেতু বান্দিবারে আশা ছিল মনে ।
 হেলায় সেসব দিন গেল দিনে দিনে । ।
 আর মনে ছিল আশা লব তার পরে ।
 দুধ সিন্দু লংগা চারিদিকে ফেলির বনজল ।
 দুধ নদি রাখে তার পরে নরক্ক কুন্ডে যত পাবিগণ ।
 সমন দমন করি (বহুজন) । ।
 আজি কালি করি করি আশা করি মনে ।
 তার পরে (যুদ্ধ) রামর (বাঝে) তুর সনে । ।
 পড়িয়া তুমার বাণে মরণ এইবার ।
 করিত্তে সেসব কাম আছে কি আমার । ।
 এইভাবে রাঘবের রাজনিতি দিয়া ।
 প্রাণ ত্যাজি গেল রাজা বৈকুণ্ঠ চলিয়া । ।
 অলিপে কার্য্য নাশে বলে সর্বজন ।
 ঘটের বুদ্ধি নাশ ঘরে থাগি (লেদন) । ।
 হেলায় না করি ভাই সময় পাইলে ।
 তিবুর্জ্যার থানে চল তুমি আমি মিলে । ।
 এই মতে যুক্তি করি ভ্রাতীগণ লয়া ।
 তিবুর্জ্যার কাছে গেল বিভার লাগিয়া । ।
 নমস্কার করি বলে তিবুর্জ্যার পদে ।
 যেহেতু আসিলাম আমি তুমার নিকত্তে । ।
 শত শত অবরাধ করি তব পায় ।
 সেই সব না করি মনে ক্ষমিবে আমায় । ।

মনে মনে মিলি তারা সহজে কৈল কাম ।
 সংসারে ঘুমিবে লোক কলংগিত নাম ।।
 সর্বদুষ ক্ষমা করি যদি কর দয়া ।
 বিবাহ দেঅ তুর কন্যা কান্দারা লাগিয়া ।।
 তিবুর্জ্যা বলিল আজি বিভা দিতে পারি ।
 ত্রুধেতে করি লেপন ফিরাইতে নারি ।।
 দর্প করি কইলাম সভাতে বসিয়া ।
 বিভা নাই দিব কভু কান্দারা লাগিয়া ।।
 নিজ বাভে যদি মুরে জর্ম দিয়া থাকে ।
 উদরে ধরিয়া যদি মুর মাতা রাখে ।।
 অইলে বাপের পুত্র প্রতিজ্ঞা করিব ।
 বাপে জনম নাই দিলে তারে বিভা দিব ।।
 প্রতিজ্ঞা করিলুম মুই পাছে না গণিয়া ।
 কুনমতে দিব বিভা কান্দারা লাগিয়া ।
 এখনে সেই সব পণ যদি করি ভংগ ।।
 যুগ যুগান্তরে মুর রহিব কলংগ ।।
 জেন্দস্যা উদিয়া বলে এত কেন (ভয়) ।
 আকাশে থাকিয়া চন্দ্র কলংগিত রয় ।।
 ব্যাধি শূন্য জিবের দেহ কুনখানে নাই ।
 খ্যাতি ছাড়া নরলোক কখন না যায় ।।
 এগা মনে এগা চিতে যদি কর কাম্য ।
 সিদ্ধি অয়া মনস্কাম মংগল অবশ্য ।।
 মনেতে অইল দয়া শুনিয়া বচন ।
 তখনে বিভার দিন কৈল্য নিরুপন ।।
 চিত্ররেখা পুন বিভা দিন ধার্য পায়া ।
 (জেন্দস্যা) চলিয়া যায় আনন্দ হইয়া ।।
 তখনে বিভার লাগি করি আয়োজন ।
 ডাকিয়া আনিল তার ভাই বন্ধুগণ ।।
 মিলিয়া অনেক লুক সত্বরে চলিল ।
 যাত্রা করি শুভক্ষণে বিভার জন্য গেল ।।

বৃদ্ধ লুক চলে কত হাতে তুলি লয়া ।
 বালক বালিকা চলে আনন্দ হইয়া ।।
 যুবক যুবতি চলে বেশ ভূশা করি ।
 কান্দারা চলিল সংগে নব বস্ত্র পরি ।।
 তিবুর্জ্যার ঘরে নিয়া বিভা করি দিল ।
 এত দিনে দুনজনের আশা পূন্ন ঐল ।।
 হরগৌরি বিভা যেন গিরিরাজ' ঘরে ।
 রাম সিতা বিভা যেন মিথিলা নগরে ।।
 এন মতে চিত্ররেখা পূন্ন বিভা ঐল ।
 রূপে গুণে দুনজনে সমারে মিলিল ।।
 রোহিনির সংগে যেন চন্দ্রের মিলন ।
 মন্দোদরি সংগে কিবা মিলিল রাবণ ।।
 যদি ঐল চিত্ররেখা কান্দারা মিলন ।
 এত দিনে বারমাস ঐল সমাপন ।।
 যেই জনে শুনে এই চিত্র বারমাস ।
 অবশ্য বিধিয়ে তারে পুরাইবে আশ ।।
 অজ্ঞানে শুনিলে তার সদাই জ্ঞান বাড়ে ।
 শরিরে না হয় পাপ সব যায় দূরে ।।
 কলিন্তে কুশল নাশ পুষ্পমনি ভনে ।
 নিচ্ছয়ে কইয়ে দিবে বেদের পুরাণে ।।
 চারি বেদ লয়া মুই রচিলাম পুরাণ ।
 দুই কন্ন ভরিয়া সবে সুধা কর পান ।।
 এই সব পুরাণ তার শত অক্ষরে হয় ।
 এবে কই দিলাম আমি নিজ পরিচয় ।।
 অতি পূর্বে মতন করি পণ্ডিত আছিল ।
 যার নামে এই সংসারে যুগে যুগে ছিল ।।
 (কাল চান) ঘরে নাম তার সহোদর ।
 কিনাসিংহ নাম ঐল তাহার কুমার ।।
 তার সুত তেক্যাধন নাম ধরে তার ।
 পুষ্পমণি জ্যেষ্ঠ পুত্র নাম দয়াচান ।।

বেদে শাস্ত্র বিচারিয়া প্রথম তনয় ।
রাখিয়াছে তার নাম কিরন বিজয় ।।
পন্ডিতের বংশে ঐল এই সব জিবনি ।
বিরচিল এই গ্রন্থ শ্রী পুষ্পমণি ।।
গম্ভির গৌরব তার পন্ডিত সভায় ।
পাইয়া সেথায় চলে শ্রী গুরুর কৃপায়
তের শত দশ সনে নানান ছত্র লয়া ।
বারই (শাস্ত্র) মন্তে পুস্তক রচিয়া ।।
প্রথম বৈশাগ্রণ দিনে করিলাম প্রচার ।
শ্রী গুরু কমল পদে বন্ধি এগবার ।।
অশুদ্ধ হইলে মুরে ক্ষমিবা সগলে ।
জ্ঞানিগণ পদে ধরি মুখ বলে ।।

-ঃ সমাপ্ত :-